চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬-১২০৮ খ্রিস্টাব্দ)

৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের ওপর মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯–২৩২ খ্রিস্টপূর্ব)। অঞ্চলটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুন্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী।

শিখনফল

- প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও তাঁদের শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রাক–পালযুগের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবে।
- গুরবত্বপূর্ণ রাজ বংশগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানতে সমর্থ হবে।
- দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবে।

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

গুপ্ত যুগে বাংলা : ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২০ খ্রিস্টাব্দে। তখন বাংলায় বেশ কিছু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার সমতট রাজ্য ও পশ্চিম বাংলার পুষ্করণ রাজ্য উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলা জয় করা হলেও সমতট একটি করদ রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল হতে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি 'প্রদেশ' বা 'ভুক্তি' হিসেবে পরিগণিত হতো। মৌর্যদের মতো এদেশে গুপ্তদের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়ের পুন্ড্রনগর।

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা : পাঁচ শতকে দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হুন ও ষষ্ঠ শতকে মালবের যশোবর্মণের আক্রমণের ফলে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্তদের পর সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সে সুযোগে বাংলাদেশে দুটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এর একটি হলো বঙ্গ। এর অবস্থান দক্ষিণ–পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম–বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। দ্বিতীয় রাজ্যের নাম গৌড়। এর অবস্থান ছিল বাংলার পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য : গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তাম্র শাসন (তামার পাতে খোদাই করা রাজার বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ) থেকে জানা যায় যে, গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদের নামে তিনজন রাজা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য শাসন করতেন। এঁরা সবাই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

স্বাধীন গৌড় রাজ্য : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ছয় শতকে 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' বলে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। ছয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলই গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। মৌখরী ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরবষানুক্রমিক সংঘর্ষ এবং উত্তর থেকে তিব্বতীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে চালুক্যরাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায় গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শশাংক নামে জনৈক সামন্ত সাত শতকের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

মাৎসান্যায় : শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিলেন না। এ অরাজকতার সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে 'মাৎস্যন্যায়'।

পাল বংশ : শশাংকের মৃত্যুর পর পাল শাসক গোপালের মাধ্যমে পাল রাজবংশের শাসনের সূচনা ঘটে। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে গোপাল এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি এখানে একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থার মজবুত ভিত্তি দিয়ে যেতে পারেননি। ৭৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজা গোপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র ধর্মপাল (৭৮১–৮২১ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার শাসনক্ষমতায় বসেন।

পিতা ধর্মপালের মৃত্যুর পর দেবপাল শাসন ক্ষমতায় (৮২১–৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) বসেন। বুদ্ধি ও ক্ষমতায় তিনি পিতার যোগ্য ছিলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হতে থাকলে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল বাংলার শাসন ক্ষমতায় (৯৯৫–১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ) আসেন। তিনি বিদেশি শক্তির হাত থেকে উত্তর ও পশ্চিমবাংলা মুক্ত করে পতনোন্মুখ পাল সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু মহীপাল কোনো যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে পারেন নি। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে শুরু করে। তার পৌত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় সাম্রাজ্য বহু স্বাধীন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং পরবর্তীতে রামপাল সে বিদ্রোহ দমন করে পাল সাম্রাজ্য উদ্ধার করলেও পুরোনো সে গৌরব আর ফিরে আসেনি। অবশেষে বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে পাল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য : পাল যুগের বেশির ভাগ সময়েই দক্ষিণ–পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। তখন এ অঞ্চলটি ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কিছু রাজবংশের রাজারা কখনো পাল রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে তাদের এলাকা শাসন করতেন, আবার কখনো পাল রাজাদের অধীনতা স্বীকার করে চলতেন। এ সময়ে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার উল্লেখযোগ্য স্বাধীন রাজবংশগুলো হলো খড়গ বংশ, দেববংশ, কান্তিদেবের রাজ্য, চন্দ্রবংশ, বর্ম রাজবংশ।

সেন বংশ : সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন ছিলেন সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিজয় সেন সিংহাসনে

আরোহণ করেন। তার (১০৯৮–১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেন বংশের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র বলরাল সেন (১১৬০–১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)। বলরাল সেন নিজের নামের সাথে 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বলরাল সেনের পর তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮–১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তেরো শতকের প্রথম দিকে মুসলিম সেনাপতি বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কোন সময়ে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?
● ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ ⓖ ৩২১ খ্রিষ্টাব্দ ⓖ ৩২২ খ্রিষ্টাব্দ ⓖ ৩২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২. শশাংক মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন–
i. পুষ্যভূতিদের দমন করতে
ii. মৌখরীদের দমন করতে
iii. রাজ্যশ্রীকে বন্দি করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রায়গঞ্জ ইউনিয়নে সুদীর্ঘকাল ধরে শান্তিপূর্ণভাবে শাসনকাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু, অদৰ ও দুর্বল চেয়ারম্যান সুমনের শাসনামলে বিভিন্ন কারণে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। একপর্যায়ে দুর্জয়ের নেতৃত্বে জনগণ বিদ্রোহ করে সুমনকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়।

৩. রূ পগঞ্জের বিদ্রোহী নেতা দুর্জয়ের মধ্যে ইতিহাসের কোন বিদ্রোহী নেতার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে?
ⓚ ভীম ● দিব্য
ⓖ দ্বিতীয় মহীপাল ⓖ বিগ্রহ পাল

৪. চেয়ারম্যান সুমনের মতো উক্ত নেতার ক্ষমতাচ্যুতির কারণ–
i. বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতা
ii. শাসক হিসেবে অদক্ষতা
iii. জনগণের সমস্যা সমাধানে অপারগতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ রাজা হেমন্ত সেন

অজয় তার পরিবারের সাথে পুরাতন নিবাস ত্যাগ করে নবীনগরে নতুনভাবে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে তিনি নবীনগরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি বহুবিধ কার্যসম্পাদন করেন। এছাড়া তার পরবর্তী বংশধরেরাও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোকজন বৈষম্যের শিকার হতেন।

ক. খড়গ বংশের রাজধানী কোথায় ছিল?
খ. সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয় কেন?
গ. নবীনগরের শাসক অজয়ের কর্মকাণ্ডে কোন সেন শাসকের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকের বংশধরেরা শিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খড়গ বংশের রাজধানী ছিল কর্মান্ত বাসক।

খ যে বংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ থাকে এবং পরে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হয় তাদের বলা হয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়। বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনাকারী সামন্ত সেনের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল সুদূর দাৰিণাত্যের কর্ণাট। এ বংশের লোকেরা ব্রহ্মৰত্রিয় ছিল। তাই সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে নবীনগরের শাসক অজয়ের কর্মকাণ্ডে সেন বংশের প্রথম রাজা হেমন্ত সেনের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লৰ করা যায়। পাল বংশের পতনের পর বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনা হয়। এরা ছিল বহিরাগত। তাদের আদি বাসস্থান ছিল দৰিণাত্যের কর্ণাটে। তারা ছিল ব্রহ্মক্ষত্রিয়। বাংলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন যৌবনে কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন রায় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। হেমন্ত সেনও পরিবারের সাথে বাংলায় আসেন। উদ্দীপকে যেমন দেখা যায় অজয় পরিবারের সাথে নবীনগরে নতুনভাবে বসবাস শুরু করে। অজয়ের মতোই কালক্রমে হেমন্ত সেন বাংলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি সেন বংশের প্রথম রাজা। রাজা হিসেবে তিনি এলাকার অনেক উন্নয়ন সাধন করেন।

ঘ উক্ত শাসক তথা হেমন্ত সেনের বংশধরেরা শিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন শিৰা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেননি। তবে তার পুত্র বলরাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তার দান অপরিসীম। তার পূর্বে বাংলার কোনো প্রাচীন রাজা এরূ প লেখনি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে। তার রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছিল। ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তার সভা অলঙ্কৃত করতেন। ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুধ তার প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মীয় প্রধান ছিলেন। তার সমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রীধর দাস, পুরুষোত্তম, পশুপতি ও ঈশান বিখ্যাত। কবিদের মধ্যে গোবর্ধন 'আর্যসপ্তশতী', জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' ও ধোয়ী 'পবনদূত' কাব্য রচনা করে। সুতরাং হেমন্ত সেন না হলেও তার বংশধরেরা শিৰা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন, নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

প্রশ্ন– ২ রাজা ধর্মপালের আদর্শ ও কৃতিত্ব

রামনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন বড়ুয়া তার এলাকায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশ–বিদেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তার এলাকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুবিধার বিষয়ে তিনি মনোযোগী হন। ফলে তিনি তার পৌরসভায় শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনেও সমর্থ হন। ফলে তিনি দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার সুযোগ লাভ করেন।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বুঝায়?
গ. আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রামনগর পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে ধর্মপালের কোন কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৌমেন বড়ুয়ার দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার পিছনে কাজ করেছে ধর্মপালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা'– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন গোপাল।

খ অরাজকতার সময়কালকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়। পুকুরে বড় মাছগুলো শক্তির দাপটে ছোট মাছ ধরে ধরে খেয়ে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়। সাত শতকের মধ্যভাগে শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলায় দীর্ঘকাল যোগ্য শাসনকর্তা না থাকার কারণে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বাংলার সবল অধিপতিরা ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করতে থাকে। তাই এ অবস্থাকে মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রামনগর পৌরসভার চেয়্যারম্যানের সাথে ধর্মপালের অনেক মিল রয়েছে। কারণ, ধর্মপাল একইরকম কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বিভিন্ন বিহার নির্মাণ করেন। যেমন : বিক্রমশীল বিহার। এটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এটি সমগ্র ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিব্বতের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়নের জন্য আসতেন। এছাড়া শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাংলাদেশের নাটোর জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও ধর্মপাল এক বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত। ওদন্তপুরেও (বিহারে) তিনি সম্ভবত একটি বিহার নির্মাণ করেন। তারনাথের মতে, বৌদ্ধধর্ম শিৰার জন্য ৫০টি শিৰাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং, ধর্মপাল ছিলেন নিজ সময়ে আধুনিক এবং শিৰাবিস্তারে প্রয়াসী। তাই বলা যায়, ধর্মপালের বৌদ্ধধর্ম শিৰাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সাথে রামনগর পৌরসভার চেয়ারম্যানের শিৰাপ্রতিষ্ঠান গড়ার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সৌমেন বড়ুয়ার দীর্ঘদিন পৌরসভা শাসন করার পেছনে কাজ করেছে ধর্মপালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা– একথা বলা যায়। কারণ, শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে ধর্মপাল যেসব আদর্শ স্থাপন করেছেন তা অনুসরণীয়। শিক্ষাবিস্তারে তিনি অনেক বিহার নির্মাণ করেন। তারনাথের মতে, তিনি বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা হিসেবে সকল ধর্মের প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা পাল যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। তাই নিজে বৌদ্ধ হয়েও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ধর্মপালের কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সাথে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং প্রতি ধর্মের লোক যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে তার প্রতি খেয়াল রাখতেন। নারায়ণের একটি মন্দিরের জন্য তিনি করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। তিনি যাদের ভূমি দান করেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁর বংশধররা বহুদিন ধরে পাল রাজাদের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে খ্যাতিমান সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে ধর্মপাল অন্যতম। অর্ধশতাব্দী আগে যে দেশ অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, তাঁর নেতৃত্বে সে দেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত সৌমেন বড়ুয়া যে শিৰাবিস্তারের কাজ করেছেন তা ধর্মপালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণাও বটে। উপরন্তু সব ধর্মের লোকদের নিজ নিজ ধর্মপালনের সুবিধা প্রদানও ধর্মপালের আদর্শ। সুতরাং বলা যেতেই পারে, সৌমেন বড়ুয়ার দীর্ঘদিন পৌরশাসনের পিছনে কাজ করেছে ধর্মপালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিৰার্থীদের পরীৰা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **পালবংশের পতন ঘটে কার হাতে?** [স. বো. '১৬]
ক অজয় সেন ● বিজয় সেন গ লবণ সেন ঘ বলরাল সেন

২. **গুপ্ত যুগের প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে কোনটি সঠিক?** [স. বো. '১৬]
ক গ্রাম → বীথি → মণ্ডল → বিষয় → ভুক্তি
● ভুক্তি → বিষয় → মণ্ডল → বীথি → গ্রাম
গ গ্রাম → বীথি → বিষয় → ভুক্তি → মণ্ডল
ঘ ভুক্তি → মণ্ডল → বীথি → বিষয় → গ্রাম

৩. **গৌড়রাজ শশাংকের রাজধানী ছিল কোনটি?** [স. বো. '১৫]
● কর্ণসুবর্ণ খ বিক্রমপুর গ পুণ্ড্রনগর ঘ চন্দ্রদ্বীপ

৪. **'দান সাগর' বইটির লেখক কে?** [স. বো. '১৫]
● বলরাল সেন খ সন্ধ্যাকর নদী
গ ইন্দ্রগুপ্ত ঘ উমাপতি ধর

৫. **গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন কখন?** [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৫ – ২৪ অব্দে খ খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ – ২৫ অব্দে
● খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ – ২৬ অব্দে ঘ খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৮ – ২৭ অব্দে

৬. **বাংলাদেশে 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল– এটি কোন লেখকের বিবরণীতে জানা যায়?** [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পারসিক ● গ্রিক গ আফগান ঘ ভারতীয়

৭. **'প্রাসিঅয়' জাতির রাজধানী কোথায় ছিল?** [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● প্যালিবোথরা খ পাঞ্জাব গ কাশ্মির ঘ কুচবিহার

৮. **নিচের (?) চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?** [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

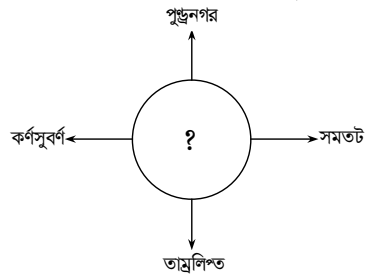

ক পাল শাসন খ সেন শাসন গ গুপ্ত শাসন ● মৌর্য শাসন

৯. **ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?** [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিলরা সেনানিবাস]
ক ৩১৮ খ ৩১৯ ● ৩২০ ঘ ৩২১

১০. **শশাংক প্রথম কোথায় রাজ্য স্থাপন করেন?**

[মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক বঙ্গো খ পুণ্ড্রে ● গৌড়ে ঘ সমতটে

১১. শশাংকের রাজধানীর নাম কী?
[আল হেরা একাডেমি, পাবনা; খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পুণ্ড্রনগর ● কর্ণসুবর্ণ গ পুণ্ড্রবর্ধন ঘ তাম্রলিপ্ত

১২. হিউয়েন সাং শশাংককে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিলরা সেনানিবাস]
ক জৈনধর্ম বিদ্বেষী খ শৈবধর্ম বিদ্বেষী
গ হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী ● বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী

১৩. পুকুরে বড় মাছ শক্তির দাপটে ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে— [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রাবস মাছ খ ভয়ঙ্কর মাছ
গ অন্ধকারময় অবস্থা ● মাৎস্যন্যায়

১৪. 'মাৎস্যন্যায়'–এর অবসান ঘটে কীভাবে?
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিলরা সেনানিবাস]
ক মৌর্যদের আগমনে খ গুপ্তদের আগমনে
গ সেনদের আগমনে ● পালদের আগমনে

১৫. পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন কে?
[কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়; রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক শশাংক ● গোপাল গ মহীপাল ঘ সৌমিত্র

১৬. লামা তারনাথ কোন দেশের ঐতিহাসিক? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
● তিব্বত খ চীন গ গ্রিস ঘ পারস্য

১৭. দীর্ঘকাল বাংলা শাসন করেন কোন রাজবংশ?
[রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মৌর্য রাজবংশ খ গুপ্ত রাজবংশ
● পাল রাজবংশ ঘ সেন রাজবংশ

১৮. পাল আমলে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ স্থানে কে ছিলেন?
[চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● রাজা খ রাজপুত্র গ সেনাপতি ঘ উজির

১৯. পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?
[খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক গোপাল ● ধর্মপাল গ দেবপাল ঘ মহীপাল

২০. ধর্মপাল কত বছর রাজত্ব করেন? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
ক ৩৮ খ ৩৯ ● ৪০ ঘ ৪১

২১. ধর্মপাল কোথায় একটি বৌদ্ধবিহার বা মঠ নির্মাণ করেন?
[মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
● ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে খ জয়পুরের শ্রীনগরে
গ বিহারে ঘ গয়াকাশীর নিকট

২২. ধর্মপালের পুত্রের নাম কী? [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
● দেবপাল খ সৌমিত্র পাল গ কম্বপাল ঘ ইন্দ্রপাল

২৩. পালবংশের সর্বশেষ সফল শাসক কে ছিলেন? [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]
ক মহীপাল খ দেবপাল গ বিগ্রহপাল ● রামপাল

২৪. পাল বংশের পতন ঘটে কত শতকে? [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক দশ খ এগারো ● বার ঘ তের

২৫. দেববংশের কতজন রাজার নাম পাওয়া যায়?
[দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক ৩ ● ৪ গ ৫ ঘ ৬

২৬. দেবদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল কোথায়? [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
ক গৌড়ে খ বঙ্গো গ পুণ্ড্রে ● সমতটে

২৭. কান্তিদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল বর্তমানের কোনটি?
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিলরা সেনানিবাস]
ক বগুড়া খ কুমিলরা
গ নওগাঁ ● সিলেট

২৮. ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উপাধি কী ছিল?
[মনিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
● মহারাজাধিরাজ খ পরমেশ্বর
গ পরমভট্টারক ঘ পরম সৌগত

২৯. রোহিতগিরি নামটি কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
[অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
ক কুটিলামুড়া খ বড়কামতা
গ ময়নামতি ● লালমাই পাহাড়

৩০. হরিবর্মা ৰমতায় ছিলেন কত বছর? [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ৪৫ ● ৪৬ গ ৪৭ ঘ ৪৮

৩১. কত শতকে বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?
[রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক নবম খ দশম
গ একাদশ ● দ্বাদশ

৩২. বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? [রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● সামন্ত সেন খ বিজয় সেন
গ লক্ষ্মণ সেন ঘ অজয় সেন

৩৩. বিজয় সেনের শাসনকাল কোনটি? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● ১০৯৮–১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ খ ১০৯৯–১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ
গ ১১০০–১১৬২ খ্রিষ্টাব্দ ঘ ১১০১–১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দ

৩৪. কাদের প্রতি বলরাল সেনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল?
[অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
ক শিৰিতদের খ ধার্মিকদের
গ আত্মীয়দের ● বিদ্যা ও বিদ্বানের

৩৫. 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের লেখক কে?
[রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক টেকচাঁদ ঠাকুর ● বলরাল সেন
গ সন্ধ্যাকর নন্দি ঘ লক্ষ্মণ সেন

৩৬. বাংলায় সেন বংশের শাসন কত কাল স্থায়ী ছিল?
[খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক প্রায় ৫০ বছর খ প্রায় ১০০ বছর
● প্রায় ১৫০ বছর ঘ প্রায় ২০০ বছর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭. খড়গ রাজবংশের অধিকৃত অঞ্চল হলো— [মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ত্রিপুরা
ii. নোয়াখালী
iii. দিনাজপুর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. দেববংশের রাজাগণ হলেন—
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিলরা সেনানিবাস]
i. শ্রীশান্তিদেব
ii. শ্রীবীরদেব
iii. শ্রীভবদেব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নংপ্রশ্নের উত্তর দাও :
নূরব মিয়া অনেক জমির মালিক। সে জমিতে চাষাবাদ করে না। ফলে জমিগুলো অনাবাদি রূ প ধারণ করে। হাসু অন্য গ্রাম থেকে এসে বর্গা নিয়ে জমি চাষাবাদ করে। পরবর্তী সময়ে হাসু নূরব মিয়ার সকল জমিই নিজের নামে লিখে নেয়। [স. বো. '১৬]

৩৯. অনুচ্ছেদে নূরব মিয়ার চরিত্রে কোন ভারত বিজেতার চরিত্র ফুটে উঠেছে?
ক লর্ড হার্ডিঞ্জ খ লর্ড ডালহৌসি
● আলেকজান্ডার ঘ মহাত্মা গান্ধী

৪০. উক্ত ব্যক্তির বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের মূল কারণ—
i. সুচতুর সেনাবাহিনী ii. অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা
iii. বীরত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বহিরাগত 'ক' বংশের লোকেরা শিবগঞ্জে তাদের বসতি স্থাপন করেন। প্রথম জীবনে 'ক' বংশের লোকেরা ধর্মগুরব হিসাবে কাজ করলেও পরবর্তীতে তারা পেশা পরিবর্তন করেন এবং শিবগঞ্জে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। [স. বো. '১৫]

৪১. অনুচ্ছেদে 'ক' বংশের সাথে নিচের কোন রাজবংশের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক বর্মবংশ খ চন্দ্রবংশ গ পালবংশ ● সেনবংশ

৪২. উক্ত রাজবংশের সর্বশেষ শাসকের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. সাহিত্য চর্চা গতি পায় ii. তাদের রাজত্ব হারায়
iii. অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বহিরাগত 'ক' বংশের লোকেরা শিবগঞ্জে তাদের বসতি স্থাপন করেন। প্রথম জীবনে 'ক' বংশের লোকেরা ধর্মগুরব হিসাবে কাজ করলেও পরবর্তীতে তারা পেশা পরিবর্তন করেন এবং শিবগঞ্জে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। [স. বো. '১৫]

৪৩. অনুচ্ছেদে 'ক' বংশের সাথে নিচের কোন রাজ বংশের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক বর্ম বংশ খ চন্দ্র বংশ গ পাল বংশ ● সেন বংশ

৪৪. উক্ত রাজবংশের সর্বশেষ শাসকের কর্মকাণ্ডের ফলে–
i. সাহিত্য চর্চা গতি পায় ii. তাদের রাজত্ব হারায়
iii. অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অনিক ইতিহাস গবেষণা করে দেখতে পেল যে প্রকৃতিগত কারণেই বাংলায় সেই প্রাচীনকাল হতে বিভিন্ন বিদেশি শক্তির আবির্ভাব হয়। যাদের আক্রমণের ফলে অনেক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তেমনি বিদেশি শক্তির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে বাংলায় গড়ে ওঠে বঙ্গ ও গৌড় নামে স্বাধীন রাজ্য। [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৪৫. অনুচ্ছেদে কাদের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে?
● হুনদের খ শকদের গ কৃষাণদের ঘ গ্রিকদের

৪৬. উক্ত 'রাজ্যে' মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন–
i. গোচন্দ্র ii. ধর্মাদিত্য
iii. সমাচারদেব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নবীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র শপথ গ্রহণ করে জনকল্যাণকর কাজের দিকে মনোযোগ দেয়। শহরে তিনি বেশ কয়েকটি দীঘি খনন করে পৌরবাসীর পানির অভাব দূর করেন। [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৪৭. কোন পাল রাজার জ্ঞানের সাথে পৌর মেয়রের জনকল্যাণকর জ্ঞান তুলনা করা যায়?
ক গোপাল খ দেবপাল ● প্রথম মহীপাল ঘ ন্যায়পাল

৪৮. উক্ত রাজার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো–
● পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা খ জনহিতকর কার্য
গ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ ঘ রাজ্যবিস্তার

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২৯

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯. কোন সময়ের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সহজ নয়? (অনুধাবন)
● পালপূর্ব যুগের খ সেনপূর্ব যুগের
গ মৌর্যপূর্ব যুগের ঘ গুপ্তপূর্ব যুগের

৫০. প্রাচীনতম বাংলায় রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে কীভাবে? (প্রয়োগ)
ক নিরবচ্ছিন্নভাবে ● বিচ্ছিন্নভাবে
গ ধীরগতিতে ঘ দ্রুতগতিতে

৫১. স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে কোন রাজা সবচেয়ে শক্তিমান ছিলেন? (অনুধাবন)
ক গোপাল খ হর্ষবর্ধন ● শশাংক ঘ ধর্ম সেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫২. এক অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়– (অনুধাবন)
i. পাল শাসনের অবসানের পর
ii. মৌর্য শাসনের অবসানের পর
iii. গুপ্ত শাসনের অবসানের পর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বারো শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের পতন ঘটে
ii. তেরো শতকের প্রথম দশকে সেন বংশের পতন ঘটে
iii. প্রাচীন যুগের অবসানে মধ্যযুগের সূচনা ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২৯

At a Glance

- পাল বংশের গোড়াপত্তন করেন– গোপাল।
- স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে উত্তর বাংলার শক্তিমান রাজা ছিলেন– শশাংক।
- মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়– সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে।
- মৌর্য ও গুপ্তদের রাজধানী ছিল– পুণ্ড্রনগর।
- ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়– ৩২০ খ্রিস্টাব্দে।
- সমগ্র বাংলা জয় করেছেন– গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত।
- সেন শাসন অব্যাহত ছিল– প্রায় দুইশ বছর।
- সম্রাট শশাংকের মৃত্যুর পর রাজ্যজুড়ে অরাজক ও বিশৃঙ্খলা থাকে– প্রায় ১০০ বছর।
- গ্রিক লেখকদের কথায় বাংলাদেশে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল যার নাম– গঙ্গারিডই।
- মুসলিম শক্তির হাতে সেনবংশের অবসান ঘটে– তেরো শতকের প্রথম দশকে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. কোন যুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার তেমন কোনো উপাদান পাওয়া যায় না? (জ্ঞান)
ক পাল খ সেন ● গুপ্ত ঘ মুসলমান

৫৫. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার উপাদান পাওয়া যায় না কেন? (অনুধাবন)
● মানুষ লেখায় অভ্যস্ত ছিল না খ প্রাচীন লেখাগুলো হারিয়ে গেছে
গ প্রাচীন সময় লেখার উপকরণ ছিল না ঘ মানুষ লেখার নিয়ম জানত না

৫৬. আলেকজান্ডার কোন দেশের নাগরিক? (জ্ঞান)
ক আলবেনিয়া ● গ্রিস
গ ইতালি ঘ আজারবাইজান

৫৭. কে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭–২৬ অব্দে ভারত আক্রমণ করেন? (জ্ঞান)
ক গোপাল ● আলেকজান্ডার
গ লক্ষ্মণ সেন ঘ বিজয় সেন

৫৮. খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭–২৬ অব্দে আলেকজান্ডার কোন দেশ আক্রমণ করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক গ্রিস খ চীন ● ভারত ঘ থাইল্যান্ড

৫৯. গঙ্গা নদীর স্রোত কয়টি? (জ্ঞান)
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৫

৬০. 'প্রাসিঅয়' কী? (জ্ঞান)
ক একটি নদীর নাম খ একটি পাহাড়ের নাম
গ একটি রাজ্যের নাম ● একটি জাতির নাম

৬১. 'গঙ্গারিডই' বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)
● একটি শক্তিশালী রাজ্য খ একটি নগর
গ একটি নদী ঘ একটি পর্বত

৬২. পাটলিপুত্রের আগের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক থোবরা ● পালিবোথরা গ গঙ্গা ঘ হরিকেল

৬৩. বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করে কোন রাজ্য পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক আসাম খ গোয়া গ বোম্বে ● পাঞ্জাব

৬৪. আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় বাংলার রাজা কোন বংশীয় ছিলেন? (জ্ঞান)
ক চন্দ্র ● নন্দ গ পান ঘ মৌর্য

৬৫. আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগের কত বছর পর সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বংশের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

৬৬. সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের ওপর মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন কখন? (জ্ঞান)
ক ৩২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ● ৩২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
গ ৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ঘ ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

৬৭. সম্রাট অশোকের সময় কোন অঞ্চলে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক দক্ষিণ বাংলায় ● উত্তর বাংলায়
গ পশ্চিম বাংলায় ঘ পূর্ব বাংলায়

৬৮. সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল কোনটি? (জ্ঞান)
ক খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩–২৩২ অব্দ ● খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৯–২৩২ অব্দ
গ খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৫–২৩৪ অব্দ ঘ খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৬–২৩৫ অব্দ

৬৯. মৌর্য শাসন কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কর্ণসুবর্ণ বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক হুগলি খ সমতট ● মুর্শিদাবাদ ঘ রাঢ়

৭০. শুঙ্গ ও কন্ব বংশের আবির্ভাব ঘটে কোন সাম্রাজ্যের পতনের পর? (জ্ঞান)
ক গুপ্ত ● মৌর্য গ হুগলি ঘ পাল

৭১. মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন বংশের আবির্ভাব ঘটে? (জ্ঞান)
● কন্ব ও শুঙ্গ খ খড়্গ ও বর্ম গ শূর ও দেব ঘ চন্দ্র ও পাল

৭২. পুষ্করণ রাজ্য কোনটির অন্তর্গত ছিল? (জ্ঞান)
ক পূর্ব বাংলা ● পশ্চিম বাংলা গ দক্ষিণ বাংলা ঘ উত্তর বাংলা

৭৩. কোন গুপ্ত সম্রাটের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে নিয়ে আসে? (জ্ঞান)
● প্রথম চন্দ্রগুপ্ত খ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গ তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঘ চতুর্থ চন্দ্রগুপ্ত

৭৪. 'ভুক্তি' হলো– (অনুধাবন)
● প্রদেশের নাম খ দেশের নাম গ জাতির নাম ঘ পাখির নাম

৭৫. এদেশে গুপ্তদের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ক ময়নামতি ● পুণ্ড্রনগর গ পাহাড়পুর ঘ শিয়ালকোট

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৬. গঙ্গা নদীর যেসব স্রোতধারা ছিল– (অনুধাবন)
i. ভাগীরথী ii. পদ্মা iii. ব্রহ্মপুত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৭. মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব বংশের আবির্ভাব ঘটে– (অনুধাবন)
i. শুঙ্গ ii. কন্ব iii. খড়্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৮. সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বাংলা সম্পর্কিত তথ্য হলো– (অনুধাবন)
i. সমতট বাংলার করদরাজ্য ছিল
ii. রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়ের পুণ্ড্রনগর
iii. উত্তরবঙ্গ একটি প্রদেশ বা ভুক্তি ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৯, ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সম্প্রতি দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক নিবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, ইতিহাসবিদগণ গুপ্ত যুগ সম্পর্কে জানার মতো বেশ কিছু উপাদান পেয়েছেন। ফলে তখনকার সময়ের ইতিহাস রচনার কাজ কিছুটা হলেও সহজ হয়েছে।

৭৯. উল্লিখিত যুগে কোন জনপদটি তাদের অধিকারের বাইরে ছিল? (প্রয়োগ)
ক হরিকেল খ বরেন্দ্র ● সমতট ঘ গৌড়

৮০. ঐ যুগে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল– (প্রয়োগ)
i. ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে ii. পালরাজাদের আক্রমণে
iii. দুর্ধর্ষ জাতি হুনদের আক্রমণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. ঐ যুগের অধিবাসীরা ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল কত খ্রিষ্টাব্দে? (অনুধাবন)
ক ২৯৪ খ ৩০৫ ● ৩২০ ঘ ৩২৪

➲ গুপ্ত পরবর্তী বাংলা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩০

At a Glance

- উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়– গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর।
- তাম্রশাসনের তিন রাজা গ্রহণ করেছিলেন– মহারাজাধিরাজ উপাধি।
- তাম্রশাসকদের রাজত্বকাল ছিল– ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।
- বঙ্গরাজ্য গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে– ছয় শতকের মাঝামাঝি।
- স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– রাজা শশাংক।
- রাজা শশাংক ছিলেন– শৈব ধর্মের উপাসক।
- সাত শতকে বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম– শশাংক।
- শশাংক ছিলেন স্বাধীন বাংলার প্রথম– সার্বভৌম শাসক।
- গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসককে বলা হতো– মহাসামন্ত।
- স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটলে–বঙ্গ রাজ্যের পতন ঘটে।
- শশাংকের রাজধানীর নাম ছিল– কর্ণসুবর্ণ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮২. হুন জাতি কোন শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে? (জ্ঞান)
ক দ্বিতীয় খ তৃতীয় গ চতুর্থ ● পঞ্চম

৮৩. হুন কী? (জ্ঞান)
ক নদী খ পাহাড় ● জাতি ঘ পাখি

৮৪. মালবের যশোবর্মণ কোন শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৫ম ● ৬ষ্ঠ গ ৭ম ঘ ৮ম

৮৫. তাম্রশাসন বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক লোহার পাতে খোদাই করা রাজার নির্দেশ
খ সিসার পাতে খোদাই করা রাজার ঘোষণা
● তামার পাতে খোদাই করা রাজার নির্দেশ
ঘ রাজ্যে তাম্রমুদ্রার ব্যবহার

৮৬. গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিন রাজার শাসনকাল কখন ছিল? (জ্ঞান)
ক ৫০০–৬০০ খ্রিষ্টাব্দ খ ৫২৫–৬০০ খ্রিষ্টাব্দ
● ৫২৫–৬০০ খ্রিষ্টাব্দ ঘ ৫৫০–৬০০ খ্রিষ্টাব্দ

৮৭. চালুক্য বংশের রাজা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক শশাংক খ গোপাল ● কীর্তিবর্মণ ঘ মহীপাল

৮৮. কোন শতকের পূর্বে দক্ষিণ বাংলার সমতট রাজ্যে ভদ্র, খড়্গ, রাঢ় প্রভৃতি বংশের স্বাধীন ও সামন্ত রাজাদের উত্থান ঘটেছিল? (জ্ঞান)
ক ষষ্ঠ খ অষ্টম ● সপ্তম ঘ দশম

৮৯. কোন সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে? (জ্ঞান)
ক মৌর্য ● গুপ্ত গ পাল ঘ সেন

৯০. শশাংকের জীবন–কাহিনী পণ্ডিতদের নিকট পরিষ্কার নয় কেন? (অনুধাবন)
● বিপরীতমুখী বর্ণনার জন্য খ ইতিহাসের উপাদান সঠিক বলে
গ মহাসামন্ত শাসক ছিল বলে ঘ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে

৯১. শশাংক কত খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৬০০ খ ৬০২ গ ৬০৩ ● ৬০৬

৯২. সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ের রাজধানী ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
● কর্ণসুবর্ণে খ লখনৌতে গ পাণ্ডুয়ায় ঘ বর্ধমানে

৯৩. শশাংক কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক মহীপাল ● মালবরাজ দেবগুপ্ত
গ চন্দ্রগুপ্ত ঘ সমুদ্রগুপ্ত

৯৪. রাজা শশাংক সিংহাসনে আরোহণ করে দণ্ডভুক্তি, উড়িষ্যার উৎকল, কঙ্গোদ এবং বিহারের মগধ জয় করেন। তার কর্মকাণ্ডের দ্বারা কোনটি ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক ৰমতার দম্ভ খ মহাসামন্ত বিস্তার
● রাজ্যবিস্তার ঘ ৰমতার অপব্যবহার

৯৫. পশ্চিম দিক থেকে একটি শক্তি বাংলা অধিকারের জন্য বার বার চেষ্টা করছিল। এ শক্তিটির নাম কী? (প্রয়োগ)
ক পুষ্যভূতি ● মৌখরী গ গুপ্ত ঘ রায়

৯৬. শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেন? (অনুধাবন)
ক শত্রবতাপূর্ণ ● বন্ধুত্বপূর্ণ গ রাজনৈতিক ঘ বৈবাহিক

৯৭. থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের অকস্মাৎ মৃত্যু হলে কে সিংহাসনে বসেন? (জ্ঞান)
● রাজ্যবর্ধন খ দেবগুপ্ত গ রামপাল ঘ মৌর্যসম্রাট

৯৮. মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত করেন কে? (জ্ঞান)
ক দেবপাল খ সমুদ্রগুপ্ত গ সেনগুপ্ত ● দেবগুপ্ত

৯৯. দেবগুপ্তকে কে হত্যা করেন? (জ্ঞান)
ক সমুদ্রগুপ্ত ● রাজ্যবর্ধন গ সেনগুপ্ত ঘ মহীপাল

১০০. রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর কে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)
● হর্ষবর্ধন খ দেবগুপ্ত গ শশাংক ঘ দেবপাল

১০১. ভাস্করবর্মা কোথাকার শাসক ছিলেন? (জ্ঞান)
● কামরূ প খ কনৌজ গ থানেশ্বর ঘ উড়িষ্যা

১০২. ভাস্করবর্মা কার সাথে বন্ধুত্ব করেন? (জ্ঞান)
ক দেবগুপ্ত ● হর্ষবর্ধন গ কীর্তিবর্মণ ঘ গ্রহবর্মণ

১০৩. কত খ্রিষ্টাব্দে শশাংকের মৃত্যু হয়? (জ্ঞান)
ক ৬৩৪ খ ৬৩৫ গ ৬৩৬ ● ৬৩৭

১০৪. শশাংক কোন ধর্মের উপাসক ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হিন্দু খ মুসলিম ● শৈব ঘ বৌদ্ধ

১০৫. শশাংক কোন শতকের বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম? (জ্ঞান)
ক ৬ষ্ঠ ● ৭ম গ ৮ম ঘ ৯ম

১০৬. প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম সার্বভৌম শাসকের নাম কী? (জ্ঞান)
ক দেবগুপ্ত খ রামপাল ● শশাংক ঘ মহীপাল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৭. পঞ্চম শতকে ও ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে যে জাতি– (অনুধাবন)
i. হুন ii. কম্ব iii. যশোবর্মণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৮. গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণে যে রাজারা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গড়ে তোলেন– (অনুধাবন)
i. গোচন্দ্র ii. ধর্মাদিত্য iii. সমাচারদেব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৯. সাত শতকের পূর্বেই দক্ষিণ বাংলার সমতটে যেসব বংশের স্বাধীন ও সামন্ত রাজাদের উত্থান ঘটে– (অনুধাবন)
i. ভদ্র ii. খড়গ iii. রাঢ়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১০. স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– (অনুধাবন)
i. শশাংক ii. একজন মহাসামন্ত
iii. প্রভাকরবর্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১১. চালুক্যরাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায়– (উচ্চতর দৰতা)
i. গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন
ii. স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে
iii. রাজা শশাংককে ৰমতা দখলের সুযোগ করে দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১২. রাজা শশাংক ছিলেন– (অনুধাবন)
i. পণ্ডিতদের শিরোমণি ii. মহাসেন গুপ্তের মহাসামন্ত
iii. মহাসেন গুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. রাজা শশাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– (উচ্চতর দৰতা)
i. রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে
ii. ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান
iii. মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৪. শশাংক জয় করেন– (অনুধাবন)
i. দণ্ডভুক্তি রাজ্য ii. উড়িষ্যার উৎকল
iii. বিহারের মগধ রাজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৫. গুপ্ত শাসনের অবসানের পর এদেশে– (অনুধাবন)
i. বিশৃঙ্খলা ও অরাজতা দেখা দেয়
ii. কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী হয়
iii. কিছু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ মাৎস্যন্যায় ও পাল বংশ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩২

At a Glance

- পুকুরের বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে– মাৎস্যন্যায়।
- মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটে– পালবংশের উত্থানের ফলে।
- চুণ্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত লাঠির আঘাতে গোপাল মেরে ফেলে– নাগরাক্ষুসীকে।
- পাল বংশের রাজাগণ এ দেশ শাসন করেন– একটানা চারশত বছর।
- পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন– রাজা ধর্মপাল।
- পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করে– রাজা ধর্মপাল।
- জনহিতকর কাজের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করে– মহীপাল।
- বাংলায় সেন বংশের গোড়াপত্তন করেন– বিজয় সেন।
- 'সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ' ছিলেন– দয়িতবিষ্ণু।
- পাল বংশ ছিল– বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৬. কার মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়? (জ্ঞান)
ক হর্ষবর্ধন খ থানেশ্বর ● শশাংক ঘ সমুদ্রগুপ্ত

১১৭. শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলায় কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়? (জ্ঞান)
ক সেন রাজাদের উদ্ভব হয় খ পাল যুগের অবসান ঘটে
গ শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে ● বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়

১১৮. হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণের হাতে কোন রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়? (অনুধাবন)
ক মেদিনীপুর খ উৎকল গ কজ্জোদ ● গৌড়

১১৯. শশাংশের মৃত্যুর পর কারা বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে? (অনুধাবন)
● ভূস্বামীরা খ পালেরা গ মৌর্যরা ঘ শুঙ্গারা

১২০. মাৎস্যন্যায় কত বছর চলেছিল? (জ্ঞান)
ক পঞ্চাশ ● একশ গ দুইশ ঘ চারশ

১২১. প্রাচীন বাংলায় একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক তার অধিক যোগ্যতার জন্য
● দুঃখ–দুর্দশা হতে মুক্তি লাভের জন্য
গ তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন বলে
ঘ শিৰিত ও দৰ শাসক ছিলেন বলে

১২২. কোন বংশের পরিচয় ও আদি বাসস্থান সম্পর্কে জানা যায় না? (জ্ঞান)
ক দেব খ খড়গ ● পাল ঘ চন্দ্র

১২৩. বপ্যট কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক ধর্মপালের পিতা ● গোপালের পিতা

ⓖ দেবপালের পিতা ⓘ চন্দ্র বংশের রাজা

১২৪. গোপালের পিতার নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
● বপ্যট ⓚ দয়িতবিষ্ণু ⓖ বীর্যবিক্রম ⓘ ল্যাপট

১২৫. বপ্যট কেমন লোক ছিলেন? (জ্ঞান)
● শত্রু ধ্বংসকারী ⓚ সহজ–সরল
ⓖ কট্টরপন্থি ⓘ অতিথিবৎসল

১২৬. গোপালের পিতামহের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ বপ্যট ⓚ হর্ষবর্ধন ● দয়িতবিষ্ণু ⓘ দেবাং

১২৭. দয়িতবিষ্ণু কেমন ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ কট্টরপন্থি ● সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ
ⓖ যুদ্ধবাজ ⓘ সরলমনা

১২৮. পাল বংশের রাজাগণ কত বছর এদেশ শাসন করেন? (জ্ঞান)
ⓚ তিনশত ● চারশত ⓖ পাঁচশত ⓘ ছয়শত

১২৯. অনেকের মতে গোপাল কত বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ২৫ ⓚ ২৬ ● ২৭ ⓘ ২৮

১৩০. গোপালের রাজত্বকাল কত? (জ্ঞান)
ⓚ ৭৫০–৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ ● ৭৫৬–৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ
ⓖ ৭৫৫–৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ ⓘ ৭৫০–৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ

১৩১. গোপালের মৃত্যুর পর কে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ দেবপাল ⓚ মহীপাল ● ধর্মপাল ⓘ বিক্রমপাল

১৩২. ধর্মপালের রাজত্বকাল কত? (জ্ঞান)
ⓚ ৭৮১–৮২০ খ্রিষ্টাব্দ ⓚ ৭৮০–৮০০ খ্রিষ্টাব্দ
ⓖ ৭৮৩–৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ ● ৭৮১–৮২১ খ্রিষ্টাব্দ

১৩৩. উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কয়টি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ২ ⓚ ৪ ● ৩ ⓘ ৫

১৩৪. কত শতকে 'ত্রিশক্তির সংঘর্ষ'– হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ পঞ্চম ⓚ ষষ্ঠ ⓖ সপ্তম ● অষ্টম

১৩৫. রহমতপুর, শিবগঞ্জ, উজীরপুর গ্রামের মধ্যে বিলের দখল নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষের সাথে কোন সংঘর্ষের মিল আছে? (প্রয়োগ)
ⓚ পাল ⓚ গুর্জর ● ত্রিপক্ষীয় ⓘ রাষ্ট্রকূট

১৩৬. ধর্মপাল প্রথম কার সাথে যুদ্ধ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ হর্ষবর্ধন ● বৎস রাজা ⓖ মহীপাল ⓘ থানেশ্বর

১৩৭. ত্রি–শক্তির যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ গোপাল ⓚ প্রতিহাররাজ ● ধর্মপাল ⓘ রাষ্ট্রকূট

১৩৮. কনৌজ দখল করার সময় ধর্মপালের সাথে কার যুদ্ধ বাঁধে? (জ্ঞান)
ⓚ গোপাল ⓚ দেবপাল ⓖ বিগ্রহপাল ● নাগভট্ট

১৩৯. নাগভট্টকে পরাজিত করেন কে? (জ্ঞান)
● তৃতীয় গোবিন্দ ⓚ চতুর্থ গোবিন্দ
ⓖ পঞ্চম গোবিন্দ ⓘ ষষ্ঠ গোবিন্দ

১৪০. ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করলে তৃতীয় গোবিন্দ তার দেশে ফিরে যান। এতে ধর্মপালের কী লাভ হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ স্থায়ী রাজত্ব লাভ ● আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ
ⓖ সম্পদের প্রাচুর্যতা লাভ ⓘ মহাখ্যাতি লাভ

১৪১. ধর্মপাল কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ হিন্দু ⓚ খ্রিষ্ট ⓖ শিখ ● বৌদ্ধ

১৪২. বিক্রমশীল কার দ্বিতীয় উপাধি ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ মহীপাল ⓚ দেবপাল ⓖ শশাংক ● ধর্মপাল

১৪৩. 'বিক্রমশীল বিহার' নির্মাণ করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ গোপাল ⓚ মহীপাল ⓖ দেবপাল ● ধর্মপাল

১৪৪. 'বিক্রমশীল বিহার' কী ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল? (অনুধাবন)
● বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র ⓚ হিন্দুদের তীর্থ কেন্দ্র
ⓖ বৌদ্ধদের মন্দির ⓘ হিন্দুদের স্কুল

১৪৫. ধর্মপাল কোন শিক্ষায় অবদান রাখেন? (জ্ঞান)
ⓚ ইসলাম ⓚ হিন্দু ● বৌদ্ধ ⓘ শিখ

১৪৬. নাটোরের কোন স্থানে ধর্মপাল একটি বিহার নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ সিংড়া ⓚ বাগতিপাড়া ⓖ বড়াই গ্রাম ● পাহাড়পুর

১৪৭. ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ উয়ারী বটেশ্বর ● সোমপুর বিহার
ⓖ শালবন বিহার ⓘ জগদুল বিহার

১৪৮. কোন স্থাপত্যটিকে জাতিসংঘের ইউনেস্কো বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ সোনামসজিদ ● সোমপুর বিহার
ⓖ গৌবিন্দভিটা ⓘ রামসাগর দিঘি

১৪৯. ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য কতটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ৪০ ● ৫০ ⓖ ৬০ ⓘ ৭০

১৫০. পাল যুগের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? (অনুধাবন)
ⓚ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ⓚ যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ
● সকল ধর্মাবলম্বীর সমান পৃষ্ঠপোষকতা ⓘ শিল্প ও বাণিজ্যের অনুন্নতি

১৫১. ধর্মপাল কাদেরকে ভূমি দান করতেন? (জ্ঞান)
ⓚ হিন্দু ● ব্রাহ্মণ ⓖ শিখ ⓘ খ্রিষ্টান

১৫২. ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ মহীপাল ⓚ দেবপাল ⓖ রাজকূট ● গর্গ

১৫৩. ধর্মপালকে বলা হয় পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। এর প্রধান কারণ কী? (অনুধাবন)
ⓚ তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সময় রাজত্ব করেন
ⓚ তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক রাজ্য জয় করেন
● তিনি পাল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন
ⓘ তিনি বুদ্ধিমান ও কৌশলী শাসক ছিলেন

১৫৪. কার আমলে পাল রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল? (জ্ঞান)
● ধর্মপাল ⓚ গোপাল ⓖ দেবপাল ⓘ ন্যায়পাল

১৫৫. মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর সংস্কার সাধন করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ গোপাল ⓚ ধর্মপাল ⓖ রাষ্ট্রকূট ● দেবপাল

১৫৬. দেবপাল বুদ্ধগয়ায় কী নির্মাণ করেছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ মসজিদ ⓚ প্যাগোডা ⓖ সিনাগেগ ● মন্দির

১৫৭. দেবপাল কোথায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ⓚ সিঙ্গুরে ⓚ কর্ণাটকে ● মুঙ্গেরে ⓘ বিহারে

১৫৮. জাভা, সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্র বংশের মহারাজ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ দেবপাল ⓚ সুরথ ● ইন্দ্রগুপ্ত ⓘ বালপুত্রদেব

১৫৯. নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন কে? (জ্ঞান)
● দেবপাল ⓚ ধর্মপাল ⓖ বিগ্রহপাল ⓘ নারায়ণপাল

১৬০. দেবপাল কর্তৃক নালন্দা মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়টি গ্রাম প্রদান করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ৪ ● ৫ ⓖ ৬ ⓘ ৭

১৬১. দেবপালের একটি মহৎকর্মের কারণে বাংলা ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি কী? (জ্ঞান)
ⓚ রাজ্যবিস্তার ⓚ বিদ্যালয় স্থাপন
● মঠ নির্মাণ ⓘ বৌদ্ধধর্ম পুনরুদ্ধার

১৬২. বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি পাল বংশীয় এক রাজা অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি কে? (প্রয়োগ)
ⓚ নারায়ণপাল ⓚ ধর্মপাল ⓖ ন্যায়পাল ● দেবপাল

১৬৩. দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন রূপ ধারণ করেছিল? (অনুধাবন)
● সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র
ⓚ সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র
ⓖ সমগ্র বাংলায় হিন্দু ধর্মের প্রাণকেন্দ্র
ⓘ সমগ্র বাংলায় সকল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র

১৬৪. শিক্ষক মালাধর বসু তার ক্লাসে বললেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই দেবপালের শাসনামলে উত্তর–ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে। সেটির নাম কী? (প্রয়োগ)
● নালন্দা ⓚ চিংহুয়াই ⓖ শৈলেন্দ্র ⓘ মুঙ্গের

১৬৫. দেবপাল কর্তৃক নিযুক্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ইন্দ্রজিৎ ● ইন্দ্রগুপ্ত ⓖ রাষ্ট্রকূট ⓘ দয়িতসিং

১৬৬. দেবপালের পরবর্তী শাসকগণ তুলনামূলকভাবে কেমন ছিলেন? (অনুধাবন)
ⓚ শক্তিশালী ● দুর্বলচেতা ও অকর্মণ্য
ⓖ উদার ও ধর্মভীরব ⓘ সাহসী ও পরাক্রমশালী

১৬৭. দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় কেন? (অনুধাবন)

ক প্রজাদের দুর্নীতি ● উত্তরাধিকারীদের অকর্মণ্যতা
গ পার্শ্ববর্তী রাজাদের যুদ্ধ ঘ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আক্রমণ

১৬৮. দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের অবস্থা কেমন হয়? (অনুধাবন)
ক প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠে
খ শক্তিশালী উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসে
গ সাম্রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে
● সাম্রাজ্যের গৌরব ও শক্তি কমে যায়

১৬৯. দেবপালের প্রথম পুত্রের নাম কী? (জ্ঞান)
ক রামপাল ● প্রথম বিগ্রহপাল
গ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ঘ নারায়ণপাল

১৭০. প্রথম বিগ্রহপালের পুত্রের নাম কী? (জ্ঞান)
ক দেবপাল খ গোপাল
● নারায়ণপাল ঘ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

১৭১. দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় পাল রাজাদের শাসন ৰমতা কতদূর বিস্তৃত ছিল? (অনুধাবন)
● গৌড় ও এর আশপাশে খ সমগ্র উত্তর ভারতে
গ শুধুমাত্র বাংলায় ঘ উত্তর ও দৰিণ ভারতে

১৭২. পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষে কোন রাজবংশের উত্থান ঘটে? (জ্ঞান)
● কম্বোজ খ চন্দ্র গ খড়্গ ঘ দেব

১৭৩. পাল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে তখন একজন শাসক এর পতন রোধ করে সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনেন। এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক দ্বিতীয় বিগ্রহপাল খ বিগ্রহ পাল
● মহীপাল ঘ রামপাল

১৭৪. দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্রের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
● প্রথম মহীপাল খ দ্বিতীয় মহীপাল গ রাজকূট ঘ দেবপাল

১৭৫. কম্বোজ জাতিকে বিতাড়িত করেন কে? (জ্ঞান)
ক মহীপাল ● প্রথম মহীপাল গ দেবপাল ঘ ধর্মপাল

১৭৬. প্রথম মহীপালের জীবনের উলেৱখযোগ্য কীর্তি কী? (অনুধাবন)
● পূর্ববঙ্গে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
খ উত্তর ভারতে পাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি
গ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
ঘ রাষ্ট্রকূট বংশকে যুদ্ধে পরাজিতকরণ

১৭৭. মহীপাল কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? (জ্ঞান)
ক শিখ ● বৌদ্ধ গ ইসলাম ঘ হিন্দু

১৭৮. কার শাসনামলে বারাণসীতে বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক দেবপাল খ রামপাল ● মহীপাল ঘ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

১৭৯. কে অসংখ্য দিঘি ও শহর প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান)
ক দেবপাল ● মহীপাল গ বিগ্রহপাল ঘ গোপাল

১৮০. প্রথম মহীপাল কী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিখ্যাত হয়ে আছেন? (অনুধাবন)
ক মন্দির খ বৌদ্ধবিহার ● শহর ঘ ধর্মীয় ইমারত

১৮১. মাহীগঞ্জ স্থানটি কোন জেলার অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ক গাইবান্ধা ● রংপুর গ বগুড়া ঘ নবাবগঞ্জ

১৮২. মহীপুর স্থানটি কোন জেলার অন্তর্গত? (জ্ঞান)
● বগুড়া খ গাইবান্ধা গ ফেনী ঘ মুন্সিগঞ্জ

১৮৩. সাগরদিঘি কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
ক দেবপাল ● মহীপাল গ বিগ্রহপাল ঘ রামপাল

১৮৪. মহীপাল কত বছর রাজত্ব করেন? (জ্ঞান)
ক ৪০ ● ৫০ গ ৬০ ঘ ৬৫

১৮৫. প্রথম মহীপালের পুত্রের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক নারায়ণপাল খ দেবপাল ● ন্যায়পাল ঘ বিগ্রহপাল

১৮৬. কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● দিব্য খ নারায়ণ গ রাজকূট ঘ মহীপাল

১৮৭. কৈবর্ত বিদ্রোহে প্রাণ হারান কে? (জ্ঞান)
ক মহীপাল ● দ্বিতীয় মহীপাল
গ ধর্মপাল ঘ ন্যায়পাল

১৮৮. দ্বিতীয় মহীপালের ছোট ভাইয়ের নাম কী? (জ্ঞান)
● শূরপাল খ রামপাল গ দেবপাল ঘ মহীপাল

১৮৯. সন্ধ্যাকর নন্দী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● একজন কবি খ একজন গায়ক
গ একজ কৃষক ঘ একজন বৈজ্ঞানিক

১৯০. কৈবর্তরাজের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ক দিব্য ● ভীম গ বিগ্রহপাল ঘ রামপাল

১৯১. রামপাল কী নামে রাজধানী স্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ক কনৌজ খ বিহার ● রামাবতি ঘ বাংলা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯২. গোপালের সিংহাসন আরোহণ নিয়ে তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারনাথ যে কাহিনীর অবতারণা করেন তা মূলত– (প্রয়োগ)
i. অসত্য কাহিনী ii. প্রবাদবাক্য iii. রূ পকথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

১৯৩. গোপাল সম্পর্কে ইতিহাসে প্রাপ্ত তথ্য হলো – (অনুধাবন)
i. পিতার নাম বপ্যট ii. সুনিপুণ যোদ্ধা
iii. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৪. গোপালের পূর্বপুরুষদের নামের আগে কোনো রাজকীয় উপাধি ছিল না। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে– (উচ্চতর দৰতা)
i. তারা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন
ii. তারা সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ ছিলেন
iii. তারা অনেক বছর শাসন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৫. ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত অমর কীর্তি হলো– (অনুধাবন)
i. বিক্রমশীল বিহার ii. সোমপুর বিহার
iii. ওদন্তপুর বিহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৬. বৌদ্ধবিহারগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে– যে সকল ৰেত্রে ব্যবসাকেন্দ্র — (উচ্চতর দৰতা)
i. শিৰা ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো
ii. তিব্বতের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অধ্যয়ন করতে আসতেন
iii. ভারতের বাইরেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৭. সোমপুর বিহার ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত। এ সম্পর্কে সাদৃশ্যপূর্ণ তথ্য হলো– (প্রয়োগ)
i. ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি
ii. বৌদ্ধবিহারটি নাটোরে অবস্থিত
iii. হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিকট এটি মন্দির ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৮. পাল যুগের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. সকল প্রজাকে সমান পৃষ্ঠপোষকতা
ii. ব্যক্তিগত ধর্ম ও রাজ্যশাসন আলাদা
iii. রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৯. ধর্মপালের উদার শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় যে তথ্যে– (প্রয়োগ)
i. রাজ্যে রাস্তাঘাট, দিঘিনির্মাণ
ii. হিন্দুমন্দিরের জন্য করমুক্ত ভূমি দান
iii. একজন ব্রাহ্মণকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০০. দেবপাল স্থাপত্য শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে নির্মাণ করেছিলেন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নালন্দায় অনেক বৌদ্ধমঠ ii. বুদ্ধগয়ায় একটি বড় মন্দির
iii. নাটোরের সোমপুর বিহার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০১. যে মাধ্যমে দেবপালের সাথে বাংলা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়— (প্রয়োগ)
i. বোলপুত্রদেবকে নালন্দায় মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি
ii. মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রদান
iii. মুঙ্গেরে নতুন রাজধানী স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০২. দেবপালের সময় থেকে যেভাবে হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় উজ্জীবিত হয়— (প্রয়োগ)
i. ইন্দ্রগুপ্তকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিয়োগ
ii. বৌদ্ধ পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান
iii. বৌদ্ধ মঠে দশ লাখ টাকা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৩. প্রথম মহীপালের জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কম্বোজ জাতির বিতাড়ন
ii. পূর্ববঙ্গ অধিকার
iii. পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৪. বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মহীপালের কৃতিত্ব হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পুরাতন কীর্তি রক্ষা করেন
ii. নালন্দায় একটি বৌদ্ধমন্দির স্থাপন করেন
iii. বাংলায় একটি বৌদ্ধমন্দির স্থাপন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৫. মহীপালের জনকল্যাণ কাজ হিসেবে উল্লেখযোগ্য— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শহর প্রতিষ্ঠা করা ii. উন্নয়ন করা
iii. দিঘি খনন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৬. মহীপালের জনপ্রিয়তার কারণ হলো— (অনুধাবন)
i. যুদ্ধে জয় লাভ ii. জনহিতকর কাজ
iii. স্বাধীনচেতা নায়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ iii ⓘ ii ও iii

২০৭. মহীপালের মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ কাল ধরে বিদেশিদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে গিয়ে— (প্রয়োগ)
i. দেশের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টি হয়
ii. অনৈক্য সৃষ্টি হয়
iii. পাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৮. দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে— (অনুধাবন)
i. রাজ্যে দুর্যোগ বৃদ্ধি পায় ii. 'কৈবর্ত্য বিদ্রোহ' সৃষ্টি হয়
iii. বিদেশিদের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৯. রামপাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পাল বংশের সর্বশেষ সফল নায়ক
ii. বরেন্দ্র উদ্ধার করেন
iii. 'রামাবতি' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১০. রামপাল সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য— (অনুধাবন)
i. পুরাতন কীর্তি রক্ষায় যত্নবান হন
ii. মগধ ও উড়িষ্যার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন
iii. কামরূপের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১১. পাল আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল— (অনুধাবন)
i. বিভিন্ন প্রকার কর ii. আয়–ব্যয়ের হিসাব রাখা
iii. মুদ্রা ও শস্যে রাজস্ব আদায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১২. পাল আমলের শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদাহরণ হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিচার ও পুলিশ বিভাগ ii. গুপ্তচর বাহিনী
iii. সামরিক বাহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৩. ধর্মপালের রাজত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো— (অনুধাবন)
i. ধর্মপালের রাজত্বকালে ত্রিশক্তির সংঘর্ষ হয়
ii. ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন
iii. ধর্মপালের পরে সিংহাসনে বসেন গোপাল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৪. প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে রামচরিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. 'বরেন্দ্র' জনপদের রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়
ii. এটি থেকে গৌড় দেশ সম্পর্কে জানা যায়
iii. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ⓚ ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

২১৫. রাজা গোপালের ক্ষেত্রে বলা যায়— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা
ii. তাঁর পিতার নাম বপ্যট
iii. তার পুত্রের নাম ধর্মপাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৬. ধর্মপালের উপাধি হলো— (অনুধাবন)
i. পরমেশ্বর
ii. পরমভট্টারক
iii. মহারাজাধিরাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৭. (?) চিহ্নিত স্থানে বসবে— (প্রয়োগ)

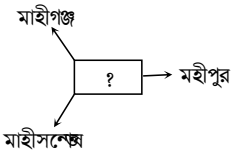

i. রামপালের শহর
ii. মহীপালের শহর
iii. বিগ্রহপালের শহর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৮. (?) চিহ্নিত স্থানে বসবে— (প্রয়োগ)

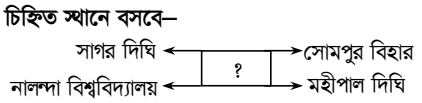

i. মহীপাল ii. ধর্মপাল

iii. রামপাল

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৯, ২২০ ও ২২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নবম শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র ছোটন ইতিহাস বই পাঠে জানতে পারল যে, আনুমানিক ৭৫৬ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ সময়কার শাসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিরাজমান অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে।

২১৯. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সময়ে শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন কে? (প্রয়োগ)

ⓚ শশাংক ⓚ হর্ষবর্ধন
● গোপাল ⓘ দেবগুপ্ত

২২০. সে সময়ে বিরাজমান অরাজকতাকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ⓚ মন্বন্তর ● মাৎস্যন্যায়
ⓖ রামরাজত্ব ⓘ হরিলুট

২২১. ছোটন যে সময় সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে তখনকার– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রাজা বিরাজমান অরাজকতার অবসান ঘটিয়েছেন
ii. রাজবংশ একটানা চারশ বছর এদেশ শাসন করেছেন
iii. এ অরাজকতার যুগ চলে একশ বছরব্যাপী

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২২ ও ২২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আটশতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় একটি বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে নতুন যুগের শুরু হয়। এই বংশের চার শতাব্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে তাদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২২২. অনুচ্ছেদে কোন বংশের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)

● পাল ⓚ সেন ⓖ গুপ্ত ⓘ দেব

২২৩. অনুচ্ছেদের আলোচিত বংশের শাসনব্যবস্থার মূলে ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. রাজতন্ত্র ii. বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রভাব
iii. প্রজাতন্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩৬

- কুমিলরা জেলার বড় কামতার প্রাচীন নামই– কর্মান্ত বাসক।
- দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার অঞ্চলটি ছিল– বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত।
- খড়গদের অধিকার বিস্তৃত ছিল– ত্রিপুরা ও নোয়াখালি অঞ্চলে।
- দেববংশের রাজধানী ছিল– দেবপর্বতে।
- দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিধর স্বাধীন রাজবংশ ছিল– চন্দ্রবংশ।
- লালমাই পাহাড় প্রাচীনকালে– রোহিতগিরি নামে পরিচিত ছিল।
- বর্মরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন– বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা।
- কান্তিদেবের রাজধানীর নাম ছিল– বর্ধমানপুর।
- চন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন– শ্রীচন্দ্র।
- 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধিধারণ করেন– শ্রীচন্দ্র।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৪. খড়গ বংশ, দেব বংশ, চন্দ্র রাজবংশ, বর্মরাজ বংশ প্রভৃতি রাজবংশগুলো কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (অনুধাবন)

● পাল বংশের দুর্বলতার সুযোগে ⓚ সেন বংশের দুর্বলতার সুযোগে
ⓖ তুর্কিদের দুর্বলতার সুযোগে ⓘ মধ্যযুগে বাংলা শাসন কালে

২২৫. কোন শতকে খড়গ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ষষ্ঠ ● সপ্তম ⓖ অষ্টম ⓘ নবম

২২৬. খড়গ বংশের রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ হরিপুর ● কর্মান্ত বাসক ⓖ সিংড়ায় ⓘ নাগপুর

২২৭. বড় কামতা কোন জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান? (জ্ঞান)

ⓚ ফেনী ⓚ চাঁদপুর ● কুমিলা ⓘ নারায়ণগঞ্জ

২২৮. খড়গদের রাজধানী কর্মান্ত বাসক অবস্থিত– (জ্ঞান)

ⓚ ত্রিপুরায় ⓚ নোয়াখালীতে ● কুমিলায় ⓘ সিলেটে

২২৯. দেববংশ প্রতিষ্ঠিত হয় কোন শতকে? (জ্ঞান)

ⓚ পঞ্চম ⓚ ষষ্ঠ ⓖ সপ্তম ● অষ্টম

২৩০. কোন রাজারা নিজেদের খুব শক্তিধর মনে করতেন? (জ্ঞান)

ⓚ খড়গ ⓚ চন্দ্র ● দেব ⓘ কান্তি

২৩১. দেববংশের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ কর্মান্ত বাসকে ● দেবপর্বতে ⓖ নাগপুরে ⓘ ভাগলপুরে

২৩২. দেবপর্বত কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)

ⓚ পাহাড়পুরের কাছে ⓚ লালবাগের কাছে
● ময়নামতির কাছে ⓘ শ্রীহট্টের কাছে

২৩৩. সমগ্র সমতট অঞ্চলে কোন বংশের রাজত্ব ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ খড়গ ⓚ কান্তিদেব ● দেব ⓘ চন্দ্র

২৩৪. দেববংশের শাসনকাল কত? (জ্ঞান)

ⓚ ৭৪০–৮০১ খ্রিস্টাব্দ ● ৭৪০–৮০০ খ্রিস্টাব্দ
ⓖ ৭০০–৮০০ খ্রিস্টাব্দ ⓘ ৭৫০–৮৫০ খ্রিস্টাব্দ

২৩৫. কান্তিদেবের রাজ্য কোন শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)

ⓚ অষ্টম ● নবম ⓖ সপ্তম ⓘ ষষ্ঠ

২৩৬. কান্তিদেবের পিতার নাম কী ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ভদ্রদত্ত ⓚ ভানুদত্ত ● ধনদত্ত ⓘ সিংহদত্ত

২৩৭. কান্তিদেবের পিতামহের নাম কী? (জ্ঞান)

ⓚ ধনদত্ত ⓚ ভানুদত্ত ⓖ দেবদত্ত ● ভদ্রদত্ত

২৩৮. কান্তিদেবের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ নাগপুরে ⓚ কর্মান্ত বাসকে ● বর্ধমানপুরে ⓘ দেবপর্বতে

২৩৯. কোন বংশের হাতে কান্তিদেবের রাজ্য পতন হয়? (জ্ঞান)

ⓚ খড়গ ● চন্দ্র ⓖ রাজ ⓘ দেব

২৪০. চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র ছিল কোথায়? (জ্ঞান)

ⓚ পাহাড়পুরে ● লালমাই পাহাড়ে
ⓖ হরিকেলে ⓘ উত্তরবঙ্গে

২৪১. লালমাই পাহাড় প্রাচীনকালে কী নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ নিলিগিরি ⓚ মাহিতগিরি ● রোহিতগিরি ⓘ সাধনগিরি

২৪২. পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ⓚ পূর্ণ চন্দ্রের
ⓖ সুবর্ণ চন্দ্রের ● শ্রীচন্দ্রের

২৪৩. শ্রীচন্দ্রের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ভাগলপুরে ⓚ ইন্দ্রাকপুরে ● বিক্রমপুরে ⓘ পাহাড়পুরে

২৪৪. শ্রীচন্দ্রের পুত্রের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ নডহচন্দ্র ⓚ রামচন্দ্র ● কল্যাণচন্দ্র ⓘ নরমচন্দ্র

২৪৫. শেষ চন্দ্র রাজার নাম কী? (জ্ঞান)

● গোবিন্দচন্দ্র ⓚ কল্যাণচন্দ্র ⓖ শ্রীচন্দ্র ⓘ লডহচন্দ্র

২৪৬. কোন শতকে বর্ম রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)

ⓚ দশম ● একাদশ ⓖ অষ্টম ⓘ সপ্তম

২৪৭. বর্মবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)

● জাতবর্মা ⓚ বলুচিবর্মা ⓖ রামবর্মা ⓘ সামলবর্মা

২৪৮. বর্মদের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)

ⓚ ভাগলপুরে ● বিক্রমপুরে ⓖ ইন্দ্রাকপুরে ⓘ পাহাড়পুরে

২৪৯. পাল রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন কে? (জ্ঞান)

ⓚ বজ্রবর্মা ⓚ জাতবর্মা ● হরিবর্মা ⓘ সামলবর্মা

২৫০. নাগাভূমি ও আসামে ৰমতা বিস্তার করেছিলেন কে? (জ্ঞান)

ⓚ সামলবর্মা ⓚ জাতবর্ম ⓖ বজ্রবর্মা ● বজ্রবর্মা

২৫১. দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় সেন বংশের শাসনের সূচনা করেন কে? (জ্ঞান)

ⓚ লক্ষণ সেন ● বিজয় সেন ⓖ বলরাল সেন ⓘ হেমন্ত সেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫২. দেববংশের রাজারা– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নিজেদের শক্তিশালী মনে করতেন

ii. নামের সাথে উপাধি যুক্ত করতেন
iii. রামাবতিতে রাজধানী স্থাপন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৩. চন্দ্রবংশের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক সম্পর্কে প্রযোজ্য হলো– (প্রয়োগ)
i. শ্রীচন্দ্র এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন
ii. তার সময়ে প্রতিপত্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়
iii. প্রায় ৪৫ বছর শৌর্যবীর্যের সাথে শাসন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৪. শ্রীচন্দ্রের শাসনে পরিচালিত এলাকা হলো– (অনুধাবন)
i. দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ii. কামরূপ ও গৌড়
iii. বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৫. ত্রৈলোক্যচন্দ্র সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– (অনুধাবন)
i. হরিকেলে ii. চন্দ্রদ্বীপে
iii. সমতটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৬. বর্মদের শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো– (অনুধাবন)
i. দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন
ii. কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় কর্ণের সাহায্য করেন
iii. বিজয়সেনের হাতে বর্মদের শাসনের অবসান হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৭. প্রাচীন বাংলায় চন্দ্রবংশের শাসন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ– (অনুধাবন)
i. সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ
ii. তারা দেড়শ বছর শাসন করেন
iii. তারা গৌরবজনক শাসন পরিচালনা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫৮ ও ২৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ময়না কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে বেড়াতে যায়। সে ইতিহাস বইতে পড়েছে এ স্থানটি ছিল প্রাচীন আমলে এক রাজবংশের মূলকেন্দ্র।

২৫৮. ময়না কোন রাজবংশ সম্পর্কে পড়েছে? (প্রয়োগ)
● চন্দ্রবংশ ⓚ দেববংশ ⓖ খড়গ বংশ ⓘ ধর্মবংশ

২৫৯. ময়না যেখানে বেড়াতে গিয়েছিল সেটি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রাচীনকালে রোহিতগিরি নামে পরিচিত ছিল
ii. দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার অংশ ছিল
iii. হরিকেল জনপদ ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ সেন বংশ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩৮

At a Glance

- সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেয়া হয়– হেমন্ত সেনকে।
- সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন– সামন্ত সেন।
- বিজয় সেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন– স্বাধীন রাজারূপে।
- সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপি ছিল– সেন বংশের অধীনে।
- বিজয়সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র– বল্লাল সেন।
- 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক শংকর' উপাধি গ্রহণ করেন– বল্লাল সেন।
- হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করেন– কৌলিন্য প্রথা।
- ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'হলায়ুধ' প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মীয় প্রধান ছিলেন– লক্ষণ সেনের।
- বাংলায় সেন বংশের অবসান ঘটান– বখতিয়ার খলজি।
- যে বংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ থাকে এবং পরে ক্ষত্রিয় হয় তাদেরকে বলে– 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'।
- বল্লাল সেন রচনা করেন– 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' দুটি গ্রন্থ।
- বল্লাল সেনের অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করেন তার পুত্র– লক্ষণ সেন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬০. কোন বংশের লোকদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ চন্দ্রবংশ ⓚ খড়গবংশ ● সেনবংশ ⓘ বর্মবংশ

২৬১. সামন্ত কোন নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ যমুনা ● গঙ্গা ⓖ ব্রহ্মপুত্র ⓘ শীতলক্ষ্যা

২৬২. সামন্ত সেনের পুত্রের নাম কী? (জ্ঞান)
ⓚ বিজয় সেন ⓚ লক্ষ্মণ সেন ⓖ বল্লাল সেন ● হেমন্ত সেন

২৬৩. হেমন্ত সেনের পুত্রের নাম কী? (জ্ঞান)
● বিজয় সেন ⓚ হেমন্ত সেন ⓖ বল্লাল সেন ● লক্ষ্মণ সেন

২৬৪. কোন শতকে দক্ষিণ রাঢ় শূর বংশের অধীনে চলে আসে? (জ্ঞান)
ⓚ দশম ● একাদশ ⓖ দ্বাদশ ⓘ ত্রয়োদশ

২৬৫. বিলাসদেবী কোন বংশের রাজকন্যা? (জ্ঞান)
ⓚ খড়গ ⓚ বর্ম ● শূর ⓘ চন্দ্র

২৬৬. বরেন্দ্র উদ্ধারে বিজয় সেন কাকে সাহায্য করেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ মহীপাল ⓚ গোপাল ● রামপাল ⓘ বিগ্রহপাল

২৬৭. বর্মরাজা কার কাছে পরাজিত হয়? (জ্ঞান)
● বিজয় সেন ⓚ লক্ষ্মণ সেন ⓖ সামন্ত সেন ⓘ হেমন্ত সেন

২৬৮. বিজয়পুর কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
● হুগলি জেলার ত্রিবেনীতে ⓚ কুমিল্লার সমতটে
ⓖ নওগাঁর পাহাড়পুরে ⓘ পশ্চিমবঙ্গে

২৬৯. বিজয়পুর কার প্রথম রাজধানী ছিল? (জ্ঞান)
● বিজয় সেন ⓚ লক্ষ্মণ সেন ⓖ সামন্ত সেন ⓘ হেমন্ত সেন

২৭০. বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ পাহাড়পুরে ● বিজয়পুরে ⓖ ময়নামতিতে ⓘ রামসাগরে

২৭১. বিজয় সেনের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা হয় কোন জেলায়? (জ্ঞান)
ⓚ ফেনী ⓚ খুলনা ● মুন্সিগঞ্জ ⓘ বাগেরহাট

২৭২. বিক্রমপুর কার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ সামন্ত সেন ⓚ গোপাল ⓖ বল্লাল সেন ● বিজয় সেন

২৭৩. বিজয় সেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ শিখ ⓚ খ্রিস্ট ● শৈব ⓘ বৌদ্ধ

২৭৪. কবি উমাপতিধরের মতে বিজয় সেন কোন ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন? (অনুধাবন)
ⓚ হিন্দু ⓚ জৈন ● বৈদিক ⓘ খ্রিস্ট

২৭৫. অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ছিল না কার? (জ্ঞান)
ⓚ লক্ষণ সেনের ⓚ হেমন্ত সেনের
ⓖ বল্লাল সেনের ● বিজয় সেনের

২৭৬. বিজয় সেনের পুত্রের নাম কী? (জ্ঞান)
ⓚ সামন্ত সেন ● বল্লাল সেন ⓖ হেমন্ত সেন ⓘ রামসেন

২৭৭. চালুক্য রাজকন্যা কাকে বিয়ে করেন? (জ্ঞান)
ⓚ সামন্ত সেন ● বল্লাল সেন ⓖ হেমন্ত সেন ⓘ রামসেন

২৭৮. অরিরাজ 'নিঃশঙ্ক শঙ্কর' উপাধি কার সাথে জড়িত? (প্রয়োগ)
ⓚ বিজয় সেন ⓚ সামন্ত সেন
● বল্লাল সেন ⓘ বখতিয়ার খিলজি

২৭৯. রামপালে নতুন রাজধানী গঠন করেছিল কে? (জ্ঞান)
ⓚ বল্লাল সেন ⓚ সামন্ত সেন ● লক্ষ্মণ সেন ⓘ বিজয় সেন

২৮০. বল্লাল সেনের রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)
● ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ⓚ বৌদ্ধধর্মের প্রসার লাভ
ⓖ 'কৌলীন্য প্রথা'র বিলোপ সাধন ⓘ শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন

২৮১. বল্লাল সেন 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তন করেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ মুসলিম সমাজ গঠন করার জন্য
● হিন্দু সমাজ গঠন করার জন্য
ⓖ বৌদ্ধ সমাজ গঠন করার জন্য

ঘ শৈব সমাজ গঠন করার জন্য

২৮২. বল্লাল সেনের পুত্রের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
● লক্ষ্মণ সেন ⓑ সামন্ত সেন ⓒ বিজয় সেন ⓓ হেমন্ত সেন

২৮৩. লক্ষ্মণ সেন কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓐ ৪০ ⓑ ৫০ ● ৬০ ⓓ ৭০

২৮৪. লবণ সেন দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিগ্রহ, বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা প্রভৃতির কারণে নবদ্বীপে বসবাস শুরু করেন। এর পরিণতি কী হয়েছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
● অন্তঃবিরোধের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়
ⓑ রাজা তার রাজ্য হারিয়ে ফেলেন
ⓒ রাজা নিহত হন
ⓓ দেশের মানুষকে হত্যা করা হয়

২৮৫. কত খ্রিষ্টাব্দে ডোম্মন পাল সুন্দরবন অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান)
ⓐ ১১৯৫ ● ১১৯৬ ⓒ ১১৯৭ ⓓ ১১৯৮

২৮৬. অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' কে সমাপ্ত করেন? (জ্ঞান)
● লক্ষ্মণ সেন ⓑ বল্লাল সেন ⓒ হেমন্ত সেন ⓓ বিজয় সেন

২৮৭. লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে? (জ্ঞান)
ⓐ রামাইপণ্ডিত ● হলায়ুধ ⓒ রামপাল ⓓ বিজয়লক্ষ্মী

২৮৮. প্রধানমন্ত্রী ছাড়া হলায়ুধ আর কী ছিলেন? (অনুধাবন)
ⓐ বিজয় সেনের অমাত্য ⓑ একজন ধর্মীয় পুরোহিত
ⓒ বল্লাল সেনের দরবারের সভাকবি ● ধর্মীয় প্রধান

২৮৯. 'গীতগোবিন্দ' কার রচনা? (জ্ঞান)
ⓐ লক্ষ্মণ সেন ⓑ গোবর্ধন ● জয়দেব ⓓ ধোয়ী

২৯০. লক্ষ্মণ সেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓐ বৌদ্ধ ⓑ শিখ ● বৈষ্ণব ⓓ হিন্দু

২৯১. ঐতিহাসিক মিনহাজ–ই–সিরাজের লেখনীতে লক্ষ্মণ সেনের কোন পরিচয় পাওয়া যায়? (অনুধাবন)
ⓐ শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার ⓑ উদার ধর্মীয়ব্যবস্থার
● দানশীলতা ও ঔদার্যের ⓓ সাহিত্য ও শিল্পানুরাগের

২৯২. বখতিয়ার খলজি নদিয়া আক্রমণ করলে বৃদ্ধ লবণ সেন কী করলেন? (প্রয়োগ)
ⓐ প্রবল প্রতিরোধ করলেন ⓑ আত্মসমর্পণ করলেন
ⓒ সৈন্য সংগ্রহ করলেন ● পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন

২৯৩. তেরো শতকের প্রথম দিকে কোন মুসলিম সেনাপতি নদিয়া আক্রমণ করেন? (জ্ঞান)
ⓐ ইবনে বতুতা ⓑ সালাহউদ্দিন আইয়ুবি
● বখতিয়ার খলজি ⓓ মাহমুদ বিন সবুক্তগীন

২৯৪. লক্ষ্মণ সেন কত খ্রিষ্টাব্দে মারা যান? (জ্ঞান)
ⓐ ১২০০ ⓑ ১২৫০ ● ১২০৬ ⓓ ১২০৭

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৫. বিজয় সেনের পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ প্রমাণ করে যে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শক্তিশালী শাসক ছিলেন ii. উপাধিগুলো বংশীয় ছিল
iii. নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

২৯৬. বিজয় সেনের শাসনের বিশেষ ধর্মীয় দিক হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেন ii. বিভিন্ন যাগযজ্ঞ পালন করেন
iii. অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ● ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

২৯৭. বল্লাল সেন যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন– (অনুধাবন)
i. বেদ ii. স্মৃতি iii. পুরাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৮. বল্লাল সেনের সাহিত্যমনার পরিচয় হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন
ii. বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন
iii. সংস্কৃত সাহিত্যে অপরিসীম অবদান রাখেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯৯. বল্লাল সেনের রচিত গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য দিক হলো – (উচ্চতর দক্ষতা)
i. হিন্দি ভাষায় রচনা করেন
ii. সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য
iii. গ্রন্থের নাম দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০০. বল্লাল সেনের শাসনের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ রচনা করেন
ii. হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন
iii. রামপালে নতুন রাজধানী করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০১. বল্লাল সেনের 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হলো – (অনুধাবন)
i. হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে গঠন
ii. সামাজিক আচার–ব্যবহার পরিবর্তন
iii. বিবাহ ও অনুষ্ঠানে রীতিনীতি মেনে চলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০২. 'কৌলীন্য প্রথা' বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. সামাজিক আচার–ব্যবহার ii. সকল হিন্দুদের পালিত নীতি
iii. কুলীন শ্রেণির বিশেষ রীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ● i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

৩০৩. প্রাচীন বাংলায় সেন রাজত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল– (অনুধাবন)
i. রানিকে রাজকীয় মর্যাদা দান
ii. রাজাদের নানা উপাধি গ্রহণ
iii. শাসনকার্যে যুবরাজদের প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৪. পাল ও সেন বংশের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যটি পরিলক্ষিত হয়– (প্রয়োগ)
i. পালরা ছিলেন বৌদ্ধ, সেনরা ছিলেন হিন্দু
ii. পালরা ছিলেন উদার, সেনরা ছিলেন অনুদার
iii. পালরা ছিলেন শক্তিশালী, সেনরা ছিলেন দুর্বল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৫. বল্লাল সেন তার রাজ্য বিস্তার করেন– (অনুধাবন)
i. মগধে ii. মিথিলায়
iii. হুগলিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৬ ও ৩০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দাউদ তালপট্টীর চরের চেয়ারম্যানের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি চেয়ারম্যান হয়ে বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেন। তার বিচারব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর। অপরাধ দমনে তিনি গুপ্তচর বাহিনীও গঠন করেন।

৩০৬. তালপট্টীর চরের চেয়ারম্যান দাউদ কোন বংশের রাজাদের প্রতিচ্ছবি? (প্রয়োগ)
ⓐ পাল ● সেন ⓒ গুপ্ত ⓓ দেব

৩০৭. দাউদ চেয়ারম্যান সেন রাজাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. উপাধি ধারণের ক্ষেত্রে
ii. বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে
iii. শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৮ ও ৩০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুন্দরবন ভ্রমণে মৌরী প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ। সে আরও বিস্মিত হয় যখন সে জানতে পারে এ এলাকায় একদা স্বাধীন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩০৮. মৌরী কোন রাজ্যের কথা শুনে বিস্মিত হয়? (প্রয়োগ)
ক দেবপালের রাজ্য ● ডোম্মল পালের রাজ্য
গ রামপালের রাজ্য ঘ ধর্মপালের রাজ্য

৩০৯. উক্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে
ii. লক্ষ্মণ সেনের আমলে
iii. প্রজা বিদ্রোহের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৪০

At a Glance

- কৌম শাসন ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিতেন– পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত দলনেতা।
- বাংলায় কৌমতন্ত্র ভেঙ্গে গিয়ে রাজতন্ত্র পুনর্বিকাশ লাভ করে– খ্রিষ্টপূর্ব চারশতকের পূর্বেই।
- বাংলায় মৌর্য শাসনকার্য পরিচালিত হতো– 'মহামাত্র' নামে রাজ প্রতিনিধির মাধ্যমে।
- গুপ্ত সম্রাটদের বিভক্তিকৃত সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল– ভুক্তি।
- 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন– সামন্ত রাজাগণ।
- গুপ্তদের সময়ে রাজতন্ত্র ছিল– সামন্তনির্ভর।
- জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হতেন– সেন আমলে।
- গুপ্ত সম্রাটদের বিভক্তিকৃত সবচেয়ে ছোট বিভাগের নাম– গ্রাম।
- পিতা জীবিত থাকলেও অনেক সময় যুবরাজ শাসনকার্য চালাতো– পাল আমলে।
- শান্তিরক্ষার জন্য সুন্দর বিচার ও পুলিশ বিভাগ ছিল– পালরাজাদের আমলে।
- পাল শাসকদের শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করতো– সামন্তরাজাদের সাহায্য সহযোগিতার ওপর।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১০. কৌম শাসনব্যবস্থায় কীভাবে শাসন পরিচালিত হতো? (অনুধাবন)
ক একজন শক্তিশালী শাসক দ্বারা
● পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত দলনেতা দ্বারা
গ একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে
ঘ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে

৩১১. বাংলার কৌমতন্ত্র ভেঙে গিয়ে কীসের বিকাশ ঘটে? (অনুধাবন)
● রাজতন্ত্র খ গণতন্ত্র গ গোত্রীয় প্রথা ঘ সামন্ত্রতন্ত্র

৩১২. দ্বিতীয়–তৃতীয় শতকে উত্তরবঙ্গ কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? (অনুধাবন)
● মৌর্য খ তাম্র গ গুপ্ত ঘ কৌম

৩১৩. বাংলায় মহাসামন্তগণ কীভাবে শাসন করতেন? (অনুধাবন)
ক নির্বাচিত শাসকের অধীনে খ গঠিত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে
● স্বাধীন ও আলাদাভাবে ঘ একজন শাসকের অধীনে থেকে

৩১৪. বাংলাদেশের যে অংশ সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ছিল তা কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম কী ছিল? (প্রয়োগ)
ক বিষয় ● ভুক্তি গ মণ্ডল ঘ বীথি

৩১৫. ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন কে? (জ্ঞান)
ক জনগণ খ নগরপাল ● গুপ্ত সম্রাট ঘ বড় লাট

৩১৬. ভুক্তিপতিকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক মহারাজ খ শাসক গ অধিপতি ● উপরিক

৩১৭. প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থায় বর্তমান সময়ের ন্যায় বিভাগ ও জেলার সাথে প্রশাসনিক বিভাগগুলোকে তুলনা করা যেতে পারে। এখানে প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা বলতে কোন যুগকে বুঝানো হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● গুপ্ত খ তাম্র গ সেন ঘ পাল

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১৮. কৌম সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. রাজা ও রাজত্ব ছিল না ii. শাসন পদ্ধতি ছিল সামান্য
iii. মানুষ একসাথে বসবাস করত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩১৯. কৌম শাসন সম্পর্কিত তথ্য হলো– (প্রয়োগ)
i. পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত দলনেতা
ii. একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা
iii. রাজতন্ত্রের বিকাশসাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২০. ছয়শতকে উত্তর–পশ্চিম বাংলায় গুপ্তবংশের শাসন শেষ হয়ে যায়। এর প্রকৃত কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করে ii. বঙ্গ আলাদা হয়
iii. রাজার মৃত্যু
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২১ ও ৩২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব 'X' এ বছর শ্রেষ্ঠ করদাতা হয়েছেন। তিনি মনে করেন দেশে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ জরুরি এবং এই খাত থেকে কর গ্রহণ করাও দেশের উন্নয়নে সহায়ক।

৩২১. জনাব 'X' যে করের কথা ভাবছেন তা প্রাচীন বাংলার কোন করের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
● ভাগ ও ভোগ কর খ রাষ্ট্রীয় কর
গ ব্যবসা–বাণিজ্য শুল্ক ঘ আত্মরক্ষার কর

৩২২. প্রাচীন বাংলায় জনাব 'X' প্রদান করতেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দস্যু ও তস্কর থেকে রক্ষার জন্য কর
ii. ব্যবসা–বাণিজ্য শুল্ক
iii. হিরণ্য কর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ

মধুপুর অঞ্চলটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ। এটি নিজ রাজ্যভুক্ত করতে পার্শ্ববর্তী অনেক রাজাই তৎপর। অঞ্চলটি দখল করতে প্রথমে যুদ্ধ বাঁধে সোনাপুর ও রূপনগর রাজ্যের রাজাদের মধ্যে। এতে সোনাপুরের রাজা পরাজিত হন। কিছুদিনের মধ্যেই রূপনগরের রাজাকে পরাজিত করে মধুপুর করায়ত্ব করেন নূরগঞ্জের রাজা। কিন্তু তিনি বিজিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে পারেননি। তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে গেলে প্রায় বিনা বাধায় সোনাপুরের রাজা মধুপুর দখল করে নেন। [স. বো. '১৫]

ক. শশাংক কোন ধর্মের উপাসক ছিলেন? ১
খ. সেন শাসকদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলে মনে করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা প্রাচীন বাংলার কোন ঘটনার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সোনাপুরের রাজার ন্যায় বাংলার শাসক পরাজিত হয়েও বিশেষ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হননি– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শশাংক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন।

খ যে বংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ থাকে এবং পরে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হয় তাদের বলা হয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়। বারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনাকারী সামন্ত সেনের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট। তথাকার লোকেরা ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিল। তাই সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলে মনে করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা প্রাচীন বাংলার 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' ঘটনার প্রতিচ্ছবি। উদ্দীপকের মধুপুর অঞ্চলটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ এবং তা নিজ রাজ্যভুক্ত করতে পার্শ্ববর্তী অনেক রাজাই তৎপর। মধুপুর দখল করতে প্রথমে যুদ্ধ বাঁধে সোনাপুর ও রূপনগর রাজাদের মধ্যে। অনুরূপভাবে পাল বংশীয় রাজত্বকালে সমৃদ্ধ বাংলার পাল রাজা ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজ উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আট শতকের শেষ দিকে যুদ্ধ শুরু করেন। এতে ধর্মপাল পরাজিত হন কিন্তু অল্পকাল পরেই রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ প্রতিহার রাজকে পরাজিত করেন। যদিও তখন সেখানে বৎসরাজ নয় দ্বিতীয় নাগভট্ট রাজা ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় গোবিন্দ এসব যুদ্ধ জয় করে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করলেও সেখানে অবস্থান না করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। ফলে ধর্মপাল উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পান। ইতিহাসে বাংলার পাল, রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটের এ সংঘর্ষ 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' নামে পরিচিত। উদ্দীপকে সোনাপুরের রাজাকেও দেখা যায় রূপনগর রাজ্যের নিকট পরাজিত হতে কিন্তু নূরগঞ্জের রাজা মধুপুর দখল করে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান না করায় সোনাপুরের রাজা পরবর্তীতে বিনা বাধায় মধুপুর দখল করেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, উদ্দীপকে সোনাপুর, রূপনগর ও নূরগঞ্জের রাজার মধ্যে যে যুদ্ধ তা প্রাচীন বাংলার ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ ঘটনার প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সোনাপুরের রাজার ন্যায় প্রাচীন বাংলার শাসক ধর্মপাল 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষে' পরাজিত হয়েও বিশেষ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হননি। গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৮১–৮২১ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ও বিহারব্যাপী তার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। আট শতকের শেষ দিকে এ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজার মধ্যে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। তবুও ধর্মপাল এ সময় বাংলার বাইরে বেশকিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা–যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ত্রি–শক্তির সংঘর্ষের প্রথম দিকে ধর্মপাল পরাজিত হলেও তার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ, বিজয়ের পর রাষ্ট্রকূটরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। এ সুযোগে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন। কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কনৌজ দখল করেন। ফলে, ধর্মপালের সাথে তার যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। এ পরাজয়েও ধর্মপালের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ, পূর্বের মতো রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে আসেন এবং দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। প্রতিহার রাজের পরাজয়ের পর ধর্মপালও তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর রাষ্ট্রকূটরাজ তার দেশে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। সুতরাং, পরাজিত হয়েও সোনাপুরের রাজা যেরূপ মধুপুর দখল করেন, তদ্রূপ বলা যায় প্রাচীন বাংলায় পাল রাজা ধর্মপাল পরাজিত হয়েও উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন।

প্রশ্ন– ২ গৌড়রাজ শশাংক

আকাশ প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসককে নিয়ে একটি নাটক তৈরি করতে আগ্রহী হলেন। যিনি শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন। তবে হিউয়েন সাং নামক এক ব্যক্তি তাকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার পরিচয়, উত্থান ও জীবন কাহিনী আজও পণ্ডিতদের নিকট পরিষ্কার নয়। [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. ধর্মপাল কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১
খ. দেববংশের বর্ণনা দাও। ২
গ. আকাশ যাকে নিয়ে নাটক বানাতে চায় তার পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহণের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'এ ধরনের এক শাসকের টিকে থাকার জন্য অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মপাল ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ খড়্গ বংশের শাসনের পর একই অঞ্চলে আট শতকের শুরুতে দেববংশের উত্থান ঘটে। এ বংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রীআনন্দদেব ও শ্রীভবদেব। তাদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতির কাছে ছিল এ দেবপর্বত। আনুমানিক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেব রাজারা শাসন করেন।

গ আকাশ প্রাচীন বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক অর্থাৎ গৌড় রাজ শশাংককে নিয়ে নাটক বানাতে চায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে, শশাংকের পরিচয়, তার উত্থান ও জীবন–কাহিনী আজও পণ্ডিতদের নিকট পরিষ্কার নয়। কেননা তার আমলের ইতিহাসের যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গেছে তাতে বহু বিপরীতমুখী বর্ণনা রয়েছে। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসককে বলা হতো, 'মহাসামন্ত'। ধারণা করা হয় শশাংক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের একজন 'মহাসামন্ত' এবং তার পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র। ছয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলই গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। মৌখরী ও পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরুষানুক্রমিক সংঘর্ষ এবং উত্তর থেকে তিব্বতীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে চালুক্যরাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায় গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শশাংক নামে জনৈক সামন্ত সাত শতকের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ এ ধরনের এক শাসকের তথা শশাংকের টিকে থাকার জন্য বহু যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাংকের শামনামল এর সত্যতাকেই তুলে ধরে। শশাংক ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি গৌড়ে তার অধিকার স্থাপন করে প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। কামরূপের (আসাম) রাজাও শশাংকের হাতে পরাজিত হন। এরপর তিনি পশ্চিম সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেন। পশ্চিম দিক থেকে কনৌজের মৌখরী শক্তি বাংলা অধিকারের জন্য বারবার চেষ্টা করছিল। তদুপরি সমসাময়িক সময়ে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরী রাজা গ্রহবর্মণের বিয়ে হলে কনৌজ–থানেশ্বর জোট গড়ে ওঠে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শশাংকও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজ্যবর্ধনের সাথে তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। তার হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হলে হর্ষবর্ধন কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে

আরোহণ করেন। তিনি কাল বিলম্ব না করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শশাংকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এ সময় কামরূপের ভাস্করবর্মা তার সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে শশাংক মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ গুপ্ত শাসনব্যবস্থা

মিসেস জেরিন নবম শ্রেণিতে তার ছাত্রদের ইতিহাস পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন যে, প্রাচীন যুগে বাংলায় রাজতন্ত্র ছিল। সে যুগে একটি রাজবংশের রাজাদের উপাধি ছিল 'মহামাত্র', 'মহারাজা' ইত্যাদি।

[রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. প্রাচীন বাংলায় সর্বপ্রথম কোন শাসনব্যবস্থা ছিল? ১

খ. কৌমদের শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিসেস জেরিনের কথায় প্রাচীন বাংলার কোন শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বর্তমান যুগের সাথে প্রাচীন বাংলার উক্ত শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক স্তরের কতটা মিল রয়েছে? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন বাংলায় সর্বপ্রথম কৌম শাসনব্যবস্থা ছিল।

খ প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থার বিবরণ দিতে গেলে সবার আগে কৌম সমাজের কথা মনে পড়ে। এদেশে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই কৌম সমাজই ছিল সর্বেসর্বা। কৌমদের মধ্যে পঞ্চায়েতি প্রথায় পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত দলনেতা স্থানীয় কৌম শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিতেন। বাংলার এ কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকের পূর্বেই বাংলায় কৌমতন্ত্র ভেঙে গিয়ে রাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

গ মিসেস জেরিনের কথায় প্রাচীন বাংলায় গুপ্তদের শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সময় রাজতন্ত্র ছিল সামন্তনির্ভর। আনুমানিক দ্বিতীয়–তৃতীয় শতকে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলায় মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর–বর্তমান বগুড়ার পাঁচ মাইল দূরে মহাস্থানগড়ে। মনে হয় 'মহামাত্র' নামক একজন রাজ প্রতিনিধির মাধ্যমে তখন বাংলায় মৌর্য শাসনকার্য পরিচালিত হতো। জেরিন উদ্দীপকে 'মহামাত্র' উপাধির কথা বলেন। বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও সমগ্র বাংলা গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না। বাংলার যে অংশ গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না তা 'মহারাজা' উপাধিধারী মহাসামন্তগণ প্রায় স্বাধীন ও আলাদাভাবে শাসন করতেন। জেরিন এই 'মহারাজা' উপাধির কথাও উদ্দীপকে বলেন। এসব সামন্ত রাজা সবসময় গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্বকে মেনে চলতেন। ধীরে ধীরে বাংলার সর্বত্র গুপ্ত সম্রাটদের শাসন চালু হয়। এ মহাসামন্তদের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। সুতরাং মিসেস জেরিন গুপ্তবংশীয় রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

ঘ বর্তমান যুগের সাথে প্রাচীন বাংলার উক্ত শাসনব্যবস্থা তথা গুপ্তবংশীয় শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক স্তরের বেশ মিল রয়েছে। বাংলাদেশের যে অংশ সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ছিল তা কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল 'ভুক্তি'। প্রত্যেক 'ভুক্তি' আবার কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথিতে এবং প্রত্যেকটি বীথি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই ছিল সবচেয়ে ছোট শাসন বিভাগ। গুপ্ত সম্রাট নিজে ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কোনো কোনো সময় রাজকুমার বা রাজপরিবার থেকেও ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হতো। ভুক্তিপতিকে বলা হতো 'উপরিক'। পরবর্তী সময়ে শাসকগণ 'উপরিক মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। সাধারণ 'উপরিক মহারাজ'–ই তার বিষয়গুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কিন্তু, কোনো কোনো সময়ে সম্রাট নিজে তাদের নিয়োগ করতেন। গুপ্ত যুগের ভুক্তি ও বিষয়গুলোকে বর্তমান সময়ের ন্যায় বিভাগ ও জেলার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, প্রাচীন বাংলার গুপ্তবংশের শাসনব্যবস্থা বর্তমান যুগের শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক স্তরের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ পাল ও সেন রাজবংশ

পাল বংশ	সেন বংশ
ধর্মপাল	হেমন্তসেন
↓	↓
গোপাল	বল্লাল সেন
↓	↓
প্রথম মহীপাল	সামন্তসেন
↓	↓
দেবপাল	বিজয় সেন

ক. সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. পাল রাজত্বের পতনের একটি কারণ বর্ণনা কর। ২

গ. উপরের ছকের দুটি রাজবংশের ক্রমধারার মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা কীভাবে সংশোধন করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকে উলিরখিত পাল রাজাদের মধ্যে ধর্মপালই শ্রেষ্ঠ– অন্য শাসকদের সাথে তুলনা করে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলায় সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সামন্ত সেন।

খ পাল রাজত্বের শেষের দিকে অর্থাৎ দেবপালের মৃত্যুর পর দুর্বল পাল রাজাদের অকর্মণ্যতার দরুন বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে সাম্রাজ্যের ব্যাপক অবনতি ঘটতে থাকে। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে এ অবনতি চরম আকার ধারণ করে। নারায়ণ পাল দীর্ঘদিন রাজত্ব করলেও তার সময়ে রাজ্যসীমা ছোট হয়ে যায়। নারায়ণ পালের পর ক্ষমতায় বসেন রাজ্যপাল এবং তারপর দ্বিতীয় গোপাল। এসব দুর্বল রাজাদের অকর্মণ্যতা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পাল রাজত্বের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এক কথায়, দুর্বল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উদ্যম ও নেতৃত্বের অভাবে পাল রাজত্বের পতন ঘটে।

গ মাৎস্যন্যায় পরবর্তী সময়ে বাংলায় প্রথম যে রাজবংশটি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিল; সেটি হলো পাল রাজবংশ। এরপর আসে সেনরা। পাল ও সেন রাজাদের প্রদত্ত তালিকায় যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা হলো এ সারণিদ্বয়ে শাসনকাল অনুযায়ী শাসকদের নাম ভুলভাবে সাজানো হয়েছে। কেননা, আমরা জানি যে, প্রাচীন বাংলার অন্যতম রাজবংশ (৭৫৬–৭৮১ খ্রিস্টাব্দে) পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শাসক গোপাল। তেমনি বাংলার সেন শাসকদের শাসনকালের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। কিন্তু এ বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে। এভাবে দুটি রাজবংশের ক্রমধারার মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়; তা নিচে প্রদত্ত ছকের মাধ্যমে সংশোধন করা যায় :

পাল বংশ	সেন বংশ
গোপাল	সামন্ত সেন
↓	↓
ধর্মপাল	হেমন্ত সেন
↓	↓
দেবপাল	বিজয় সেন

↓	↓
প্রথম মহীপাল	বল্লাল সেন

ঘ শশাংকের মৃত্যুর পর পাল শাসক গোপালের মাধ্যমে পাল রাজবংশের শাসনের সূচনা ঘটে । ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পাল রাজবংশের যে ছকটি উদ্দীপকে দেয়া আছে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সাথে পুত্র ধর্মপাল, প্রপৌত্র দেবপাল এবং পরবর্তীকালের শক্তিশালী শাসক প্রথম মহীপালের নাম দেওয়া আছে। পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন রাজা গোপাল। গোপাল এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি এখানে একটি স্থায়ী শাসন ব্যবস্থার মজবুত ভিত্তি দিয়ে যেতে পারেননি। ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গোপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র ধর্মপাল (৭৮১–৮২১ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলার শাসনক্ষমতায় বসেন। তিনি একজন যোগ্য শাসক হিসেবে ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে নিজেকে শক্তিশালী হিসেবে প্রমাণ করেন এবং বাংলা ও বিহারব্যাপী তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। তার শাসন প্রায় ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এছাড়া তিনি শিৰাবিস্তার ও শিৰাৰেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন এবং সব ধর্মের লোকদের প্রতি উদার থেকে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সৰম হন। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ধর্মপালই বিদেশি শক্তির মোকাবিলা করে সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব পর্যালোচনা করে আমরা ধর্মপালকে পাল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ পাল ও সেন রাজবংশ

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত X বংশ বেশ কিছুদিন বাংলা শাসন করে। একসময় তাদের বিদায় নিতে হয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হতে। এ যুগের অবসানের পর বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় Y বংশের শাসন। এ দুটি বংশের প্রশাসনিক কাঠামো ও নীতিতে কিছু মিল থাকলেও অমিলও লক্ষ করা যায়।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতির কারণ কী ছিল? ২
গ. কোন কোন বৈশিষ্ট্য X বংশকে Y বংশ হতে পৃথক করে রেখেছে? আলোচনা কর। ৩
ঘ. "একজন ছিলেন 'Y' বংশের প্রথম রাজা, আরেকজন ছিলেন প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা"– বক্তব্যটি বিশেৱষণ করে যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল।

খ দেব পালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের দ্রবত অবনতি ঘটতে থাকে। তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উদ্যম ও নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক অবনতি ঘটে। এ সময় কয়েকজন অকর্মণ্য শাসক ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তাদের শাসনামলে বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণে সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় বাংলার বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব ঘটে এবং ধীরে ধীরে পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। এভাবেই দুর্বল শাসকদের সময় অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে পতন ঘটে পাল রাজত্বের।

গ উদ্দীপকে 'X' বলতে পাল বংশ এবং 'Y' বলতে সেন বংশকে বোঝানো হয়েছে। দুটি বংশই দীর্ঘ সময় বাংলা শাসন করে। কিছু বৈশিষ্ট্য একটি বংশকে অন্যটি থেকে আলাদা করেছে। পাল শাসকদের উদারনীতির ফলে বাংলার মানুষ সহজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। তাদের উদার শাসনে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন ঘটে। কিন্তু সেনরা অনুদার হওয়ায় বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদ প্রথা প্রকটভাবে দেখা দেয়। এ সময় সাধারণ মানুষজন মারাত্মকভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। এ সময় সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে থাকলে বাংলায় মুসলিম সমাজের ভিত্তি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সুতরাং এ বিবেচনায় বলা যায়, X ও Y বংশ তথা পাল ও সেন শাসনামল ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পৃথক।

ঘ একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলায় 'Y' বংশ তথা সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় সেন বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাট থেকে বৃদ্ধ বয়সে বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমে বসতি স্থাপন করেন রায় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে। ধারণা করা হয়, পাল সম্রাট রামপালের অধীনে তিনি একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমগ্র বাংলায় সেনশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। সেন বংশের আগে কখনো সমগ্র বাংলায় দীর্ঘকাল ধরে এভাবে একাধিপত্য থাকেনি। আর এ কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন বিজয় সেন। সাধারণ একজন সামন্ত রাজার পদ থেকে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে বিজয় সেন বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করেছিলেন– তা কম কৃতিত্বের নয়। সুতরাং দেখা যায়, হেমন্ত সেন সেন বংশের প্রথম রাজা হলেও তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হননি। আর এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব অর্জন করেন বিজয় সেন। তাই বিজয় সেনকে সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যুক্তিসংগত।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজি ও বলরাল সেন

'A' রাজ্যে ব্যবসায়ীর বেশে এসে জনৈক সৈনিক 'ক' শাসনৰমতা দখল করে নেয়। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এ রাজবংশের বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন 'P'।

ক. কার শাসনামলে সেন বংশের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল? ১
খ. বিজয় সেনকে সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? ২
গ. 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তা জয়ের সৈনিকের ঘটনা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'P' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাচীন বাংলার শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের শাসনামলে সেন বংশের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

খ হেমন্ত সেন সেন বংশ প্রতিষ্ঠা করলেও তার পুত্র বিজয় সেনকেই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কারণ বিজয় সেন ১০৯৮–১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ দীর্ঘ ৬২ বছর সেন বংশের শাসন পরিচালনা করেন। দীর্ঘ সময়ের শাসনে বিজয় সেন পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার রাঢ়, কামরূ প, কলিঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন। এভাবে বাংলায় সেনদের বিশাল রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বলে বিজয় সেনকে সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হচ্ছেন বক্তা বিজয়ী বীর মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। তিনি মূলত আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত–ই–মার্গের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার কাছাকাছি বিহার এবং ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা জয় করেন।

বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়ার তেলিয়াগর্হির ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল পথে বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেন। প্রথম দলের ১৭ বা ১৮ জন সৈন্যের সাথে তিনি নদীয়াতে প্রবেশ করেন। নদীয়ার মানুষ তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ঘোড়া ব্যবসায়ী মনে করে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের দরজা খুলে দেয়। উদ্দীপকের 'ক'ও ছিল ব্যবসায়ীর বেশে। ভরদুপুর ছিল বলে

প্রাসাদরক্ষীরা ক্লান্ত ছিল। বখতিয়ার খলজি ক্লান্ত রক্ষীদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ বখতিয়ার খলজির দখলে এল। লক্ষ্মণ সেন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান পূর্ববঙ্গে। এভাবে সেনবংশের পতন ঘটে এবং বাংলায় মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত 'A' রাজ্যটি প্রাচীন বাংলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যখন এদেশ শাসন করছিল শক্তিশালী সেন বংশ। প্রাচীন বাংলায় মুসলিম বিজয়ে সেন বংশের পতন ঘটে। উদ্দীপকের 'P' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সেন বংশের সর্বাপেক্ষা বিদ্যোৎসাহী শাসক হলেন বলরাল সেন। তিনি সংস্কৃতি সাহিত্যে গুরবত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দে বলাল সেন শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার আমলে (১১৬০–১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) সেন বংশের শাসন সুদৃঢ় হয়। তিনি পূর্বের অধিকৃত এলাকার সাথে মগধ ও মিথিলাও সেন রাজ্যভুক্ত করেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তার একটি বড় গ্রন্থালয় ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে তার দান অপরিসীম। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিভিন্ন উপাধির সাথে তিনি 'অরিরাজ, নিঃশঙ্ক, শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেন। বলরাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তন্দ্র হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়াও তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্দেশ্যে "কৌলীন্য প্রথা" প্রবর্তন করেছিলেন।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ সেন শাসনামল

রতন সাহা তার পুত্র বিজয় সাহাকে বললেন, রাজ্য শাসনকারী একটি বংশ দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলায় এসেছিলেন। এ বংশের একজন কূটকৌশলী প্রশাসক বাংলায় বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ইতিহাসে এ বংশের শাসন ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ক. শ্রীচন্দ্রের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. দেববংশের রাজারা তাদের নামের সাথে বড় বড় উপাধি যুক্ত করতেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে রতন সাহা কাকে কূটকৌশলী বলেছেন? তার বাংলায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা কর। ৩
ঘ. রতন সাহা বাংলার ইতিহাসে কোন বংশের শাসনকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে।

খ খড়গ বংশের শাসনের অবসানের পর একই অঞ্চলে অষ্টম শতকে দেববংশের উত্থান ঘটে। দেববংশের রাজারা নিজেদের খুবই শক্তিশালী মনে করতেন। তাই তারা নিজেদের নামের সাথে পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি যুক্ত করতেন।

গ উদ্দীপকে রতন সাহা কূটকৌশলী শাসক হিসেবে সেন রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের কথা বলেছেন। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিজয় সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেন বংশের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একাদশ শতকে দক্ষিণ রাঢ় শূর বংশের অধিকারে ছিল। এ বংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে তিনি বিয়ে করেন। বৈবাহিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে রাঢ় বিজয় সেনের অধিকারে আসে। এরপর বিজয় সেন বর্মরাজাকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা সেন অধিকারে নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, যা রতন সাহা তার পুত্রকে বলেছিলেন। বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বিজয় সেন কামরূ প, কলিঙ্গ ও মিথিলা আক্রমণ করেন। হুগলি জেলার ত্রিবেনীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী। দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা হয় বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। বিজয় সেন পরমমাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ–বৃষভ–শঙ্কর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। তাই সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করেই রতন সাহা তার ছেলের কাছে বিজয় সেনকে কূটকৌশলী বলেছেন।

ঘ রতন সাহা দাক্ষিণাত্য থেকে এসে বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠাকারী সেন বংশের শাসনকে গুরবত্বপূর্ণ বলেছেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিজয় সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার (১০৯৮–১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেন বংশের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০–১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে)। তার রাজত্বকালে তিনি শুধু পিতৃরাজ্য রক্ষাই করেননি, মগধ ও মিথিলাও সেন রাজ্যভুক্ত করে সেন শাসন শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। উপাধির সাথে বল্লাল সেন নিজের নামের সাথে 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

বল্লাল সেনের পর তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮–১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রাগ–জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ–ই–সিরাজ লক্ষ্মণ সেনের দানশীলতা ও ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শিল্প ক্ষেত্রেও এ সময় বাংলা উন্নতি লাভ করে। বস্তুত, বাংলা এ সময় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। আর তাই রতন সাহা সেন বংশের শাসনকে গুরবত্বপূর্ণ বলেছেন।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ সেনরাজ লালমোহন

রাজা লালমোহন রায় ছিলেন পিতার মতো সুপণ্ডিত। অধিক বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'রামাবতি' সমাপ্ত করেন। তিনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানাতেন। তার সময় অনেক কবির কাব্য প্রকাশিত হয়।

ক. শশাংকের রাজধানীর নাম কী ছিল? ১
খ. স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কীভাবে? ২
গ. রাজা লালমোহনের শিক্ষাবিষয়ক মানসিকতার সঙ্গে প্রাচীন যুগের কোন সেন রাজার মানসিকতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত রাজার সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড ছাড়া আরও অনেক কর্মকাণ্ড রয়েছে– মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শশাংকের রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ।

খ মৌখরী ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর সংঘর্ষ এবং তিব্বত ও দাক্ষিণাত্য হতে ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শশাংক নামক জনৈক সামন্ত সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

গ উদ্দীপকে রাজা লালমোহনের শিক্ষাবিষয়ক মানসিকতার সাথে প্রাচীন যুগের সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের মানসিকতার মিল রয়েছে। রাজা বলরাল সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' তিনিই সমাপ্ত করেন। তার রাজসভায় ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। এছাড়াও তার রাজত্বকালে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ', 'ধোয়ী', 'পবনদূত', 'গোবর্ধন', 'আর্যসপ্তদশী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, রাজা লালমোহন রায় ছিলেন পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত। তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'রামবতি' সমাপ্ত

করেন। এ বিষয়গুলোর মধ্যে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সাহিত্যিক মানসিকতার সাদৃশ্য লৰ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে রাজা লালমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসক রাজা লক্ষ্মণ সেনের সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড ছাড়া আরও অনেক কর্মকাণ্ড রয়েছে। রাজা লক্ষ্মণ সেন পিতা ও পিতামহের মতো সুদৰ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রাগ–জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে তার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পিতা ও পিতামহের শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি পিতা ও পিতামহের 'পরম মাহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রজাদের কল্যাণের কথা সবসময় ভাবতেন। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ–ই–সিরাজ তার দানশীলতা ও ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাই আমি মনে করি সেন বংশের অন্যতম শাসক হিসেবে রাজা লক্ষ্মণ সেনের কৃতিত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ রাজা দেবপাল ও রামপাল

রবিউল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সফরে কুমিল্লার ময়নামতিতে গিয়েছিল। এখানকার বিহারগুলো পাল আমলে নির্মিত। পাল রাজাদের ইতিহাস অনেক গৌরবের। শিক্ষক বিকাশ রায় সবাইকে বললেন, পাল রাজা দেবপালের সময়ে সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়। তার মৃত্যুর পর পাল রাজত্বে দুর্যোগ নেমে আসে। ওই সময়ে রামপাল ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য শাসক।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' কী? বর্ণনা কর। ২
গ. দেবপালের বিষয়ে বিকাশ রায়ের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রামপাল সম্পর্কে বিকাশ রায়ের মন্তব্যটি কি সঠিক? মূল্যায়ন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন গোপাল।

খ গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৮১–৮২১ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ও বিহারব্যাপী তার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। আট শতকের শেষ দিকে এ যুদ্ধ শুরু হয়।

গ উদ্দীপকের বিকাশ রায় দেবপাল সম্পর্কে বলেন, 'পাল সাম্রাজ্যের তৃতীয় শাসক দেবপালের শাসনামলে পাল সাম্রাজ্যের সীমানা অধিকতর বিস্তৃত হয়েছিল'। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল (৮২১–৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সফল হন। দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তার অধিকারে এসেছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপের ওপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। মোটকথা, তার সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল।

ঘ রামপাল সম্পর্কে বিকাশ রায় মন্তব্য করেন 'শেষ যুগে রামপাল ছিলেন সবচেয়ে সফল শাসক' তার এ মন্তব্যটি সঠিক। প্রকৃতপক্ষে রামপাল ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ সফল শাসক। প্রাচীন বাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' হতে রামপালের জীবন কথা জানা যায়। রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করেই বরেন্দ্র উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে রামপালকে সৈন্য, অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রকূট, মগধ, রাঢ় দেশসহ চৌদ্দটি অঞ্চলের রাজা। যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীম পরাজিত ও নিহত হন। এরপর তিনি বর্তমান মালদহের কাছাকাছি 'রামাবতি' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী পাল রাজাদের শাসনামলে রামাবতিই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। পিতৃভূমি বরেন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি মগধ, উড়িষ্যা ও কামরূপের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রামপাল নিজ যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতায় পতনোন্মুখ পাল সাম্রাজ্যকে আবারও শক্তিশালী অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ফলে তাকে নিঃসন্দেহে পালযুগের সর্বশেষ সফল শাসক হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ দেবপালের রাজ্যজয় ও সংস্কার কাজ

ক. শশাঙ্ক কোন ধর্মের উপাসক ছিলেন? ১
খ. কৈবর্ত বিদ্রোহের বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে মানচিত্রটি কোন রাজার রাজ্য জয়ের নিদর্শন নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'রাজ্য জয়ের সাথে সাথে উক্ত রাজা সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন' মন্তব্যটি কি সঠিক? যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শশাংক শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন।

খ তৃতীয় বিগ্রহপালের পর সিংহাসনে বসেন তার পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল। তার সময় পাল রাজত্বের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হয়। এ সময় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে মানচিত্রটি দেবপালের রাজ্যজয়ের নিদর্শন প্রকাশ করে। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল (৮২১ খ্রিষ্টাব্দ – ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। পিতার মতো তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সফল হন। দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তার অধিকারে এসেছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপের ওপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। মোটকথা, তার সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। মানচিত্রে এই বিস্তৃত পাল সাম্রাজ্যই প্রদর্শিত হয়েছে।

ঘ রাজ্য জয়ের সাথে সাথে উক্ত রাজা তথা দেবপাল সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন– মন্তব্যটি সঠিক। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল (৮২১ খ্রিষ্টাব্দ – ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। রাজ্য জয়ে ব্যস্ত থাকার মাঝেই তার সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। দেবপাল বৌদ্ধধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর তিনিই সংস্কার সাধন করেন। দেবপাল বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তার রাজসভা অলংকৃত

করতেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা অধ্যৰ নিযুক্ত করেছিলেন। এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তার শাসন আমলে উত্তর–ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে। তার সময়ই ধর্ম, শিৰা প্রভৃতি ৰেত্রে বিভিন্ন সংস্কার সাধিত হয়। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাজ্য জয়ের সাথে সাথে দেবপাল সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন।

প্রশ্ন– ১১ পাল শাসন ব্যবস্থা

সম্রাট তৃতীয় রানাতুঙ্গা ৰমতায় এসে শান্তি রৰার জন্য আধুনিক পুলিশ ও বিচার বিভাগ গড়ে তোলেন। প্রজাদের শান্তির জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকার কর প্রবর্তন করেন। বন বিভাগ ছিল তার আয়ের অন্যতম উৎস। তিনি ভূমি জরিপের ওপর যথেষ্ট গুরবত্ব দেন। ফলে ভূমিকরের পরিমাণ ঠিক করা ও আদায় সহজ হয়।

ক. 'রামচরিত' এর রচয়িতা কে? ১
খ. বিজয় সেনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের সম্রাট তৃতীয় রানাতুঙ্গার শাসনব্যবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার কোন শাসন আমলের সংগতি লৰ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত শাসনব্যবস্থার চেয়ে উক্ত রাজবংশের শাসনব্যবস্থা ছিল আরও উন্নত' মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রামচরিত' এর রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী।

খ বিজয় সেন ছিলেন শৈবধর্মের অনুসারী। বিজয় সেন বৈদিক ধর্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ৰত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু কারো কারো মতে বিজয় সেন ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। অন্য ধর্মের প্রতি তার ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল না। এজন্যই বিজয় সেন ও তার উত্তরাধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এদেশে বৌদ্ধধর্ম তেমন বিস্তার লাভ করেনি।

গ উদ্দীপকে সম্রাট তৃতীয় রানাতুঙ্গার শাসনব্যবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার পাল শাসনামলের সংগতি লৰ করা যায়। পাল রাজাদের আয়ের বিভিন্ন উৎস ছিল। এর মধ্যে নানা প্রকার কর ছিল প্রধান। বিভিন্ন রকম রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজস্ব আয়–ব্যয়ের হিসাব ও দলিল বিভাগ দেখাশোনা করার ব্যবস্থা ছিল। আর ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করার জন্য জমি জরিপের ওপর বিশেষ গুরবত্ব দেওয়া হতো। এছাড়াও পাল রাজাদের সময় শান্তি রৰার জন্য বিচার ও পুলিশ বিভাগ ছিল। উদ্দীপকে আমরা লৰ করি যে, সম্রাট তৃতীয় রানাতুঙ্গা ৰমতায় এসে শান্তি রৰার জন্য আধুনিক পুলিশ ও বিচার বিভাগ গড়ে তোলেন। তিনি প্রজাদের ওপর বিভিন্ন কর প্রবর্তন করেন এবং জমি জরিপের ওপর গুরবত্ব দেন সঠিকভাবে কর নির্ধারণ করার জন্য। পাল শাসনামলেও উক্ত বিষয়গুলোর উপস্থিতি লৰ করা যায়। তাই বলা যায়, এ বিষয়গুলোর সাথে পাল শাসনামল সংগতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে সম্রাট তৃতীয় রানাতুঙ্গার শাসনব্যবস্থার চেয়ে পাল বংশের শাসনব্যবস্থা ছিল আরও উন্নত। কেননা পাল বংশের চার শতাব্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে তাদের শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্বের মতো পাল যুগেও শাসনব্যবস্থার মূলকথা ছিল রাজতন্ত্র। তবে এ সময় হতে সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সচিবের উলেরখ পাওয়া যায়। আরও জানা যায়, এ সময়ে রাজ্যের সকল প্রকার শাসনকার্যের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট বিভাগ ছিল এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন অধ্যৰ নিযুক্ত থাকতেন। রাজা মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করতেন। পাল শাসনামলে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বাহিনী ছিল। তাছাড়াও পাল সামরিক বাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্ত ও রণতরী এ কয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের গৃহীত কার্যক্রমের চেয়ে পাল শাসনব্যবস্থা ছিল আরও উন্নত।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১২ পাল রাজবংশ

মুসলমানদের ভারত অভিযানের সময় উত্তর ও দৰিণ ভারতে ছোট ছোট রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে এমন অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল। একাদশ–দ্বাদশ শতকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের রাজত্বের শেষের দিকে দুর্বল শাসকদের শাসনামলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে পাল বংশের যাত্রা শুরু হয়েছিল? ১
খ. পাল শাসনামলে 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' সংঘটিত হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উলিরখিত রাজবংশটির শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত পরিস্থিতির সাথে পাল শাসনের পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত রাজবংশগুলোর মিল রয়েছে– বক্তব্যটি বিশেরষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পাল বংশের যাত্রা শুরু হয়।

খ উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পাল শাসনামলে তিনটি বংশের মধ্যে 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' সংঘটিত হয়। উত্তর ভারত জয় করে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে তিনটি বংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। ধর্মপালের সময় এ যুদ্ধ শুরব হয়েছিল। পরবর্তী শাসকদের সময়েও এ প্রতিযোগিতার লড়াই চলতে থাকে। এ বংশ তিনটি হলো বাংলার পাল বংশ, রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ত্রি–শক্তির সংঘর্ষের প্রধান কারণ ছিল উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করা। ভারতে আধিপত্য বিস্তারের কারণে ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ চলতে থাকে।

গ একাদশ–দ্বাদশ শতকে দুর্বল হয়ে পড়া উদ্দীপকে উলিরখিত রাজবংশটি হলো পাল বংশ এবং এ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপাল। ধর্মপাল (৭৮১–৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর শাসন পরিচালনা করেন। তিনি বাংলা ও বিহারব্যাপী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন তিনি নেপালও জয় করেন। ধর্মপালের সময় ইতিহাসখ্যাত 'ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ' সংঘটিত হয়েছিল। এ সংঘর্ষের মধ্যেও ধর্মপাল উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। ধর্মপাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেকগুলো বিহার বা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালের শাসনামলে বাংলায় ৫০টি ধর্ম বিদ্যায়তন বা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নালন্দা মহাবিহার, বিক্রমশীল বিহার, সোমপুর বিহার প্রভৃতি তার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে। এ বিহারগুলোতে উচ্চমানের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। দীর্ঘশাসন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনহিতকর কার্যাবলি প্রভৃতির জন্য ধর্মপাল পাল যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে দেখা যায়, মুসলমানদের ভারতে অভিযানের প্রাক্কালে অর্থাৎ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভারতে কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ছোট ছোট রাজবংশের উদ্ভব হয়। পাল শাসনের শেষের দিকেও বাংলায় তেমনি অনেকগুলো স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। পাল যুগে বেশিরভাগ সময়েই দক্ষিণ–পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের

মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে কিছু রাজবংশ এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছে। যেমন : খড়্গ বংশ, দেববংশ, চন্দ্র রাজবংশ, বর্মরাজবংশ প্রভৃতি। খড়্গদের অধিকৃত এলাকা ছিল ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চল। অষ্টম শতকের শুরুতে দেববংশের উত্থান ঘটে। দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার হরিকেলে (বর্তমান সিলেট) নবম শতকে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। কান্তিদেবের রাজধানীর নাম বর্ধমানপুর। দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ ছিল চন্দ্র রাজবংশ। এগারো শতকের শেষে রাজার দুর্বলতার সুযোগে বর্ম রাজবংশের উত্থান ঘটে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উলিরখিত পরিস্থিতির সাথে পাল শাসনের শেষ সময়ে খড়্গ, দেব, চন্দ্র ও বর্মরাজ প্রকৃতি ক্ষুদ্র রাজবংশের বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার ৰেত্রে মিল রয়েছে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ বলরাল সেনের শাসনামল

রাজা বিক্রম চৌধুরী ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তার ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। তার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে তার সময় জৈন সমাজের মধ্যে 'কৌলীন্য প্রথা' সৃষ্টি হয়নি বা শ্রেণিভেদের অস্তিত্ব লৰ করা যায় না।

ক. ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উপাধি কী ছিল? ১
খ. মৌর্য বংশের পরিচয় দাও। ২
গ. ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ৰেত্রে রাজা বিক্রম চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের সাথে সেন বংশের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল পরিলৰিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার পঠিত সেন বংশের উক্ত শাসকের কোন কর্মকাণ্ড উদ্দীপকে উলিরখিত বিক্রম চৌধুরীর কর্মকাণ্ড থেকে ভিন্ন? বিশেরষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উপাধি ছিল মহারাজাধিরাজ।

খ প্রাচীন ভারতের অন্যতম গুরবত্বপূর্ণ বংশ হলো মৌর্য বংশ। আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের পর ৩২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বাংলার সম্রাট অশোকের আমলে পুণ্ড্রনগর কেন্দ্রিক মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে ধর্মপ্রচার ও প্রসারের ৰেত্রে রাজা বিক্রম চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের সাথে সেন বংশের বলরাল সেনের কর্মকাণ্ডের মিল পরিলৰিত হয়। রাজা বলরাল সেন (১১৬০–৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও তার সময়ে বৌদ্ধধর্মের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ করেন। তার সময়ে ব্রাহ্মণশ্রেণির প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে এ সময়ে তন্ত্র হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উদ্দীপকে আমরা লৰ করি যে, রাজা বিক্রম চৌধুরী ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তার ধর্ম প্রচারের ও পৃষ্ঠপোষকতার সাথে রাজা বলরাল সেনের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মিল ফুটে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকে বিক্রম চৌধুরীর সময়ে 'কৌলীন্য প্রথা' বা শ্রেণিভেদের অস্তিত্ব লৰ করা না গেলেও রাজা বলরাল সেনের আমলে তা লৰ করা যায়। রাজা বলরাল সেন হিন্দু সমাজকে নতুন করে গঠন করার উদ্যোগ নেন। এ লৰ্যে তিনি 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সমাজের কুলীনশ্রেণি নিম্নশ্রেণির লোকদের সাথে সচরাচর মিশত না। এমনকি কুলীনশ্রেণির গায়ে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের গায়ের ছায়া লাগলে তারা গঙ্গার জল দিয়ে স্নান করত। ফলে সমাজে নিম্নশ্রেণির হিন্দু অর্থাৎ ৰত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ররা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হতো। বলরাল সেনের সময় নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের সামাজিক কোনো অধিকার ছিল না। কুলীনশ্রেণির নির্যাতনে তারা সমাজে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন পূজা–পার্বণে কুলীনশ্রেণি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে কুলীনশ্রেণির বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়াও ৰত্রিয় বা নমশূদ্ররা কুলীনশ্রেণির লোকদের বাড়িতে জুতা নিয়ে ঢুকতে পারত না। সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কুলীনশ্রেণির আধিপত্য বজায় ছিল। উলিরখিত বিষয়টিতেই বিক্রম চৌধুরীর সময়ের সাথে বলরাল সেনের সময়ের পার্থক্য পরিলৰিত হয়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ পাল বংশ

দশম শ্রেণির ছাত্রী রীতা চক্রবর্তী তার শিৰকের কাছ থেকে শুনেছে, শশাঙ্কের পর দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসনকর্তা না থাকায় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। এ অরাজকতাপূর্ণ সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে। রীতা আরও জেনেছে শেষদিকের পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অবশেষে মদন পালের পতনের সাথে সাথে পাল বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ক. বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. 'মাৎস্যন্যায়' কী ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উলিরখিত সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে রীতা চক্রবর্তী যা জেনেছে তা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ৩
ঘ. উলিরখিত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে ধর্মপালের শাসনকাল মূল্যায়ন কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলায় পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল।

খ মাৎস্যন্যায় হলো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। পুকুরে বড় মাছ শক্তির দাপটে ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়। শশাংকের মৃত্যুর পর এ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বাংলার সবল অধিপতিরা এমনি করে ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিল। এই সময়কালটিকেই বলা হয় মাৎস্যন্যায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ পাল বংশের উত্থান ও পতন সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে গোপালের শাসনকাল আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ চন্দ্রবংশ ও বর্ম রাজবংশ

সৈয়দ ও চৌধুরী বংশ পর্যায়ক্রমে উত্তর ও দৰিণ ঢাকা শাসন করে। সৈয়দ বংশ প্রায় দেড়শ বছর উত্তর ও দৰিণ ঢাকা শাসন করে। অপরদিকে আঠারো শতকের শেষভাগে শক্তিশালী এক রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে চৌধুরী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ বংশের অবসান ঘটে।

ক. মৌর্য শাসনের কেন্দ্র কোথায় ছিল? ১
খ. স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের সৈয়দ বংশের শাসনের সাথে বাংলার কোন বংশের শাসনের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চৌধুরী বংশ বাংলার কোন বংশের প্রতিচ্ছবি– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌর্য শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পুণ্ড্রনগর।

খ ষষ্ঠ শতকে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় গুপ্ত শাসনের পতন হলে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের উদ্ভব হয়। এ সময় বঙ্গে যে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা গুপ্ত অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার মতোই ছিল। এ সময় গুপ্ত আমল থেকেও সামন্ততন্ত্র আরও বেশি প্রসার লাভ করেছিল। গুপ্ত রাজাদের মতো বাংলার সামন্ত রাজাগণও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ চন্দ্রবংশের উত্থান ব্যাখ্যা কর।

ঘ বর্ম রাজবংশ নিয়ে আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৬ পাল বংশ

শিশু জুঁইকে তার নানু গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। একদিন নানু তাকে বলেন, এক দেশে দীর্ঘদিন অরাজকতার ফলে অনেক জনগণের আর দুঃখকষ্টের সীমা ছিল না। যাকেই দেশের রাজা বানানো হয় তাকেই এক কুৎসিত নাগ রাক্ষসী মেরে ফেলে। প্রতি রাতেই একজন করে রাজা নির্বাচিত হয় ও নিহত হয়। একদিন রাতে ঐ নাগ রাক্ষসীকে এক দেবীর মহিমাযুক্ত লাঠির আঘাতে এক ছেলে মেরে ফেলে। পরবর্তীতে সে ঐ দেশের স্থায়ীভাবে রাজা নির্বাচিত হয়েছিল।

ক. 'গঙ্গারিডই' নামক শক্তিশালী জাতির অবস্থান ছিল কোথায়? ১

খ. পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকে রাজা নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাটি পাঠ্যবইয়ের কোন রাজা নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উলিরখিত রাজার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের উলেরখযোগ্য দিক সমূহ মূলপাঠের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'গঙ্গারিডই' নামক শক্তিশালী জাতির অবস্থান ছিল।

খ পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন গোপালের পুত্র ধর্মপাল। পিতার মৃত্যুর পর ৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোপাল পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সত্য কিন্তু তিনি তা সুদৃঢ় করে যেতে পারেন নি। এ কর্তব্যটি পালন করেন তার পুত্র ধর্মপাল। বাংলা ও বিহারব্যাপী তার সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই ধর্মপালকে পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ গোপালের রাজবংশ গড়ে তোলার প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

ঘ পাল রাজবংশের ব্যাখ্যা দাও।

প্রশ্ন– ১৭ দেবপাল ও মহিপালের শাসন

রাজা শ্রীকান্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র সুশান্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও রাজ্যসীমা বিস্তারে সফল হন। তার সময়েই তার বংশের সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে। তিনি ধর্মের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার মৃত্যুর পর থেকেই তার বংশের সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

ক. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বর্ম রাজবংশের পরিচয় দাও। ২

গ. সুশান্তের সাথে মিল রয়েছে এমন একজন শাসকের শাসনের পরিচয় দাও। ৩

ঘ. সুশান্তের মতো শাসকের মৃত্যুর পরই মহীপালের মতো শাসক বাংলার শাসন পরিচালনা করেছিলেন বিশেরষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দেবপাল।

খ একাদশ শতকের শেষভাগে পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় বর্ম উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গদেশে যিনি এ বংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি হলেন বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা। কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে বর্মরা এদেশে এসেছিল বলে মনে হয়। পিতার মতো প্রথম দিকে তিনিও ছিলেন কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব এবং কর্ণের সামন্তরাজ। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় তিনি শ্বশুর কলচুরিরাজ কর্ণের সাহায্য ও সমর্থনে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্মদের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর। জাতবর্মার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবর্মা একটানা ৪৬ বছর রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। হরিবর্মা নাগাভূমি ও আসাম পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। হরিবর্মার পর তার এক পুত্র রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু তার রাজত্বকালের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তার পর জাতবর্মার অপর পুত্র সামলবর্মা রাজা হন। সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা ছিলেন বর্ম রাজবংশের শেষ রাজা। কেননা তার পর এ বংশের আর কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সেনবংশীয় বিজয় সেন বর্ম শাসনের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় সেন বংশের শাসন সূচনা করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ পালবংশের রাজা দেবপালের শাসনের ব্যাখ্যা দাও।

ঘ মহীপালের শাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৮ শশাংক

সাদিয়া ও রকম্পা প্রাচীন বাংলার এক নরপতি নিয়ে কথা বলছিল। তানিয়া হাফসাকে জানায়, এই নরপতি ছিলেন বাংলার ইতিহাসের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম নরপতি। রকম্পা সাদিয়ার সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে উক্ত নরপতির নেতৃত্বে বাংলা সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে লিপ্ত হবার মতো ক্ষমতা ও বল সঞ্চার করতে সক্ষম হন।

ক. মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার প্রসারে দেবপালের ভূমিকা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে সাদিয়া কোন নরপতির কথা বলেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত রকম্পার মতামতটি কি যথার্থ বলে তুমি মনে কর? উত্তরের পক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

খ বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষার প্রসারে দেবপাল ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখন সমগ্র এশিয়ার বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তার শাসনামলে উত্তর ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ রাজা শশাংক সম্পর্কে যা জান বর্ণনা কর।

ঘ রাজা শশাংকের উত্তর ভারত অভিযানটি বিশেরষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উত্তর : পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ গৌড়রাজ কাকে বলা হতো?
উত্তর : শশাংককে গৌড়রাজ বলা হতো।
প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ শশাংকের রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর : শশাংকের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে।
প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সমতট অঞ্চলে হিউয়েন সাং কত শতকে ভ্রমণ করেন?
উত্তর : সমতট অঞ্চলে হিউয়েন সাং সাত শতকে ভ্রমণ করেন।
প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন?
উত্তর : ৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন।
প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?
উত্তর : মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম চন্দ্রগুপ্ত।
প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা হয়?
উত্তর : ৩২১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।
প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ শশাংক কার মহাসামন্ত ছিলেন?
উত্তর : শশাংক গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন।
প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ মাৎস্যন্যায় কী?
উত্তর : অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে মাৎস্যন্যায় বলে।
প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ পাল বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?
উত্তর : পাল বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল।
প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ কোন পাল রাজার মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরব হয়?
উত্তর : দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরব হয়।
প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ প্রথম মহীপালের পিতার নাম কী?
উত্তর : প্রথম মহীপালের পিতার নাম দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।
প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ প্রথম মহীপাল কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন?
উত্তর : প্রথম মহীপাল ৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।
প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কার?
উত্তর : পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব প্রথম মহীপালের।
প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ শহরটির প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ শহরটির প্রতিষ্ঠাতা পাল রাজা প্রথম মহীপাল।
প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ মহীপাল দিঘি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মহীপাল দিঘি দিনাজপুরে অবস্থিত।
প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি খনন করেন কে?
উত্তর : মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি খনন করেন প্রথম মহীপাল।
প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' কোন অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর : 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' বরেন্দ্র অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল।
প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন কে?
উত্তর : দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন দিব্যেক বা দিব্য।
প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কোন গ্রন্থ হতে রামপালের জীবনী জানা যায়?
উত্তর : 'রামচরিত' নামক গ্রন্থ হতে রামপালের জীবনী জানা যায়।
প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম কী ছিল?
উত্তর : রামপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম ছিল 'রামাবতি'।
প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ রামপালের পর পাল বংশের শাসক কে হন?
উত্তর : রামপালের পর পাল বংশের শাসক হন কুমার পাল।
প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ ধর্মপাল কত বছর রাজত্ব করেন?
উত্তর : ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন।
প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ খড়গদের রাজধানীর নাম কী?
উত্তর : খড়গদের রাজধানীর নাম কর্মান্ত বাসক।
প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ দেব রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর : দেব রাজাদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে।
প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ লালমাই পাহাড় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : লালমাই পাহাড় কুমিল্লায় অবস্থিত।
প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ প্রাচীনকালে লালমাই পাহাড় কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর : প্রাচীনকালে লালমাই পাহাড় রোহিতগিরি নামে পরিচিত ছিল।
প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ বিজয় সেনের পুত্রের নাম কী ছিল?
উত্তর : বিজয় সেনের পুত্রের নাম ছিল বল্লাল সেন।
প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ প্রাচীন বাংলার রাজারা কেন উপাধি ধারণ করতেন?
উত্তর : প্রাচীন বাংলার রাজারা নিজেদের শক্তিধর মনে করে উপাধি ধারণ করতেন।
প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ বৌদ্ধধর্ম বিকাশে দেবপালের ভূমিকা নিরূপণ কর।
উত্তর : দেবপাল বৌদ্ধধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর তিনিই সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন। এগুলো বৌদ্ধধর্ম বিকাশে ভূমিকা রাখে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ তাম্রশাসন বলতে কী বোঝ?
উত্তর : প্রাচীনকালের রাজারা তামার পাতে খোদাই করে বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ দিতেন। এগুলোই তাম্রশাসন। স্বাধীন বঙ্গরাজ্য আমলের এ রকম সাতটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।
প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কান্তিদেবের রাজ্য সম্পর্কে কী জান?
উত্তর : দক্ষিণ–পূর্ব বাংলার হরিকেল জনপদে নবম শতকে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন কান্তিদেব। দেব রাজবংশের সঙ্গে কান্তিদেবের কোনো সম্পর্ক ছিল কি–না তা জানা যায় না। তার পিতা ছিলেন ধনদত্ত ও পিতামহ ভদ্রদত্ত। বর্তমান সিলেট কান্তিদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল। তার রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। বর্তমানে এ নামে কোনো অঞ্চলের অস্তিত্ব নেই। এ সময়ে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশ বলে পরিচিত নতুন এক শক্তির উদয় হয়। কান্তিদেবের গড়া রাজ্যের পতন হয় এ চন্দ্রবংশের হাতে।
প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ খড়গ বংশ সম্পর্কে আলোচনা কর।
উত্তর : সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ ও গৌড়ে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এ সময় খড়গ বংশের রাজারা দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করেন। তাদের রাজধানীর নাম ছিল কর্মান্ত বাসক। কুমিল্লা জেলার বড় কামতার প্রাচীন নামই সম্ভবত এ কর্মান্ত বাসক। খড়গদের অধিকার ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলের ওপর বিস্তৃত ছিল।
প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ বলতে কী বোঝ?
উত্তর : ধর্মপালের সময়ে বাংলায় তিনটি রাজবংশ উত্তর ভারতের আধিপত্য বিস্তার করতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এ তিনটি রাজবংশ হলো– পাল বংশ, রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশ ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ইতিহাসে এ তিনটি বংশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে ত্রি–শক্তির সংঘর্ষ বলা হয়।
প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মহিপাল কী কী জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন তা বর্ণনা কর।
উত্তর : মহিপাল বাংলার অনেক দিঘি ও নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। নগরীগুলো হলো রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুরের মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদের মহীপাল নগরী। আর দিঘিগুলো হলো দিনাজপুরের মহীপাল দিঘি ও মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগর দিঘি।
প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ প্রাচীনকালে গৌড় ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য–ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : প্রাচীনকালে গৌড় একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল বলে জানা যায়। যার অবস্থান ষষ্ঠ শতকে পূর্ব বাংলার উত্তর অংশে ছিল। সপ্তম শতকে শশাংককে গৌড়রাজ বলা হতো। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের কিছু আগে মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকেও গৌড় বলা হতো।
প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ মহিপালের জনহিতকর কাজের বর্ণনা দাও।
উত্তর : মহিপাল জনকল্যাণকর কার্যে মনোযোগী ছিলেন। বাংলার অনেক দিঘি ও নগরী এখনও তার নামের সাথে জড়িত হয়ে আছে। তিনি অসংখ্য শহর প্রতিষ্ঠা ও দিঘি খনন করেন। শহরগুলো হলো রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুর জেলার মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী। আর দিঘিগুলোর মধ্যে দিনাজপুরের মহীপাল দিঘি ও মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগর দিঘি বিখ্যাত। সম্ভবত জনহিতকর কাজের মাধ্যমেই মহীপাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।
প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ মাৎস্যন্যায় বলতে কী বোঝ?

উত্তর : মাৎস্যন্যায় হলো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। পুকুরে বড় মাছ শক্তির দাপটে ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়। শশাংকের মৃত্যুর পর এ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বাংলার সবল অধিপতিরা এমনি করে ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিল। এই সময়কালটিকেই বলা হয় মাৎস্যন্যায়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় বর্ম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কীভাবে?

উত্তর : কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে বর্মরা এদেশে এসেছিল। বজ্রবর্মার মতো জাতবর্মাও প্রথমদিকে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণের সামন্তরাজ ছিলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় তিনি শ্বশুর কলচুরিরাজ কর্ণের সহায়তা ও সমর্থনে দক্ষিণ–পূর্ব বাংলায় মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করে স্বাধীন বর্ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ দেববংশ সম্পর্কে কী জান?

উত্তর : খড়্গ বংশের শাসনের পর একই অঞ্চলে অষ্টম শতকের শুরুতে দেববংশের উত্থান ঘটে। এ বংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রীআনন্দদেব ও শ্রীভবদেব। দেব রাজারা নিজেদের খুব শক্তিধর মনে করতেন। তাই তারা তাদের নামের সাথে যুক্ত করতেন বড় বড় উপাধি। যেমন : পরম সৌগত, পরমভট্টারক, পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি। তাদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতির কাছে ছিল এ দেবপর্বত। দেবদের রাজত্বের বিস্তৃতি ছিল সমগ্র সমতট অঞ্চলে। আনুমানিক ৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেব রাজারা শাসন করেন।